ঈমানের বুনিয়াদী শিক্ষা

ঈমানের বুনিয়াদী শিক্ষা

মুফতী মাহমূদুল আমীন

মা'হাদ প্রকাশনী
বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

ফরযে আইন সিলসিলা : ১

প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমি বইমেলা ২০১৮
প্রকাশক : মুফতী হাফিজুর রহমান
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
একমাত্র পরিবেশক : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস : মা'হাদ কম্পিউটার, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মুদ্রণ : প্রগতি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ
স্বত্ব : মা'হাদ প্রকাশনী
দাম : ২০০.০০ টাকা
ISBN = = = =
Email : mbuhus@gmail.com
Phone : 01940376740, 01811228992
Imaner Buniyadi Shikkha [Foundation Education on Iman].
Pblished by Mufti Hafizur Rahman of Ma'had Prokashoni,
Basila. Muhammadpur, Dhaka-1207

ইহদা

মুহতারাম আব্বা-আম্মা,

সারেতাজ আসাতিযায়ে কেরাম

এবং

আমার সে সকল তালিবুল ইলমদের উদ্দেশে

যাঁরা ব্যস্তজীবনেও আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন

সূ|চি|প|ত্র

ভূমিকা : ১	১১
ভূমিকা : ২	১২
ভূমিকা	১৩
বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচয়	১৫
ঈমানের সংজ্ঞা	২৩
যে সকল বিষয়ে ঈমান আনা অপরিহার্য	২৩
আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান	২৪
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের উপর ঈমান	২৭
আসমাউল হুসনা সম্পর্কিত আকীদাসমূহ	২৮
আসমাউল হুসনা	৪৪
ফেরেশতা সম্পর্কে আকীদা	৪৭
ফেরেশতাগণের কর্মসমূহ	৫০
কিতাব সম্বন্ধে আকীদা	৫২
নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান	৫৫
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিছু আকীদা	৬০
আখিরাত সম্বন্ধে ঈমান	৬৩
তাকদীর সম্পর্কে আকীদা	৭১
বিবিধ আকীদা	৭৬
এক নজরে ঈমানের ৭৭ শাখা	৮০
ভ্রান্ত আকীদা	১০২
কতিপয় ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস	১০৯
কতিপয় বিদ'আত ও কুপ্রথা	১১৩
সমাজে ব্যাপক প্রচলিত কতিপয় কবীরা গুনাহ	১১৫
গ্রন্থপঞ্জি	১৩১

ঈমানের বুনিয়াদী শিক্ষা

ভূমিকা : ১

প্রত্যেক আলেমের উচিত ঈমান বিষয়ক একটি কিতাব লেখা। যাতে অন্তত তাঁর মুহিব্বীন ও মুতাআল্লিকীন (তাঁর ভক্তবৃন্দ ও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ) এ কিতাব পড়ে ঈমান শিখতে পারেন। আমার স্নেহের শাগরিদ মাওলানা মাহমূদুল আমীন আমার পরামর্শে মুসল্লীদেরকে দীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করেছে। তন্মধ্য হতে ঈমানের অংশ কিতাব আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দু'আ করি আল্লাহ যেন তার এ খিদমতকে কবুল করেন। আমীন।

আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ভূমিকা : ২

ঈমান সবচে' বড় নিয়ামত। ঈমানের উপরেই চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত ঈমান হিফাযতে খুব যত্নবান হওয়া। আমার প্রিয় শাগরিদ মাওলানা মাহমূদুল আমীন ঈমান বিষয়ক একটি কিতাব লিখেছেন। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবটিকে জনসাধারণের ঈমান হিফাযতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী
মুহতামিম, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ভূ|মি|কা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ শিশির এ বান্দার উপর অঝোর ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই রাজধানীতে এসে ইলমে দীন হাসিল করার সুযোগ দিয়েছেন। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দীনের খিদমতে নিয়োজিত করেছেন। উস্তাযগণের স্নেহছায়ায় ইলমে দীন শিখানোর তাওফীক দিয়েছেন। তিনিই তাওফীক দিয়েছেন আজিমপুর সরকারি কলোনী (পার্টি হাউজ) জামে মসজিদে জুমু'আর নামায পড়ানোর। আলহামদুলিল্লাহ।

কয়েক বছর পূর্বে আজিমপুর সরকারি কলোনী (পার্টি হাউজ) জামে মসজিদে 'তা'লীমুল ইসলাম ফরযে আইন কোর্স' নামে দীনের জরুরী বিষয়াবলী শিখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ অধম সে কোর্সে পাঠদান করতো। তখন কুরআন-সুন্নাহ এবং বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের গ্রন্থাবলী মুতালা'আ করে সেগুলোর বুনিয়াদী বিষয়াবলীর কম্পোজ কপি কোর্সে অংশগ্রহণকারী ইলম পিপাসুদেরকে প্রদান করতাম। প্রতি দরসের পাঠ সে আলোকে তাঁদেরকে পড়াতাম। ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে সে কোর্সে দরস দেয়া হয়েছে। 'ঈমানের বুনিয়াদী শিক্ষা' নামক কিতাবটি সেই কপিগুলোর ঈমান বিষয়ক অংশের গ্রন্থরূপ। তবে এতে নতুন করে কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাওফীক দান করেন তাহলে বাকী কপিগুলোও পরিমার্জন করে বিষয়ভিত্তিক ছাপানোর ইচ্ছে আছে। আর শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জোর আবদারও রয়েছে।

গ্রন্থপ্রকাশের এ মুহূর্তে শুকরিয়া জানাচ্ছি 'তা'লীমুল ইসলাম ফরযে আইন কোর্স' এর তালিবুল ইলম ঢাবির সাবেক অধ্যাপক খন্দকর আব্দুর রহীম, দুদকের সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ এনায়েতুল্লাহ, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াসিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব জনাব দাবিরুল ইসলাম, জেলা-জজ ফউজুল আজিম, জেলা-জজ মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, অর্থনীতিবিদ জনাব নূর আহমাদ, ব্যবসায়ী জনাব বদরুযযামান, সরকারি কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম, ড. জাহেদুল ইসলাম, জনাব হাবীবুর রহমান, জনাব আব্দুল হাই, জনাব মাছির আহমেদ, জনাব ইকরামুল হক চৌধুরি প্রমুখকে। যাঁরা এই অধমকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

বন্ধুবর মুফতী হাফিজুর রহমান, মাওলানা মাহমূদুল হাসান, স্নেহাস্পদ মাওলানা আমীরুল ইসলাম ও মা'হাদের তালিবুল ইলমগণসহ অনেকেই কিতাবটি প্রকাশে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আমরা কিতাবটিকে নির্ভুল করতে চেষ্টা করেছি। তারপরও সুহৃদ পাঠক যদি কোন ভুল দেখতে পান তাহলে আমাদেরকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আজ আমার তনুমন মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে বিনয়াবনত। পাঠক সমীপে দু'আর দরখাস্ত, আল্লাহ তা'আলা যেন এ কিতাবটিকে কবুল করেন এবং আমাদের সবার পরকালের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।

মাহমুদুল আমীন
mahmudulamin6@gmail.com

বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচয়

'ঈমানে'র শাব্দিক অর্থ 'বিশ্বাস করা'। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনে-প্রাণে মেনে নেয়া। এ মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ আপত্তি, সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা, দোদুল্য ও শৈথিল্যের সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ : রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও সবাই বিশ্বাস রাখে। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১]

১. সূরা বাকারা, ২৮৫।

বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য অপরিহার্য হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন এবং যা কিছু তাঁর আনীত বলে অকাট্যরূপে প্রমাণিত সে সমুদয়ের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। অন্তরে বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখেও সত্যের সাক্ষ্য দেয়া। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন বোধ-বিশ্বাস অন্তরে লালন না করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিরোধার্য মনে করা।

তাই একজন প্রকৃত মুমিন কখনই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন মতবাদ, দর্শন বা কালচারকে উত্তম, ভালো বা পালনীয় বলে বিশ্বাস করতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলীকে সে নিষিদ্ধ হিসাবেই বিশ্বাস করে। সে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যেটা নিষিদ্ধ সেটা সর্বত্রই নিষিদ্ধ; চাই তা নাটক-সিনেমার অভিনয়ের হোক বা সাহিত্যের বাতাবরণে হোক কিংবা হোক চেতনার ছদ্মাবরণে। একজন মুমিন কর্মগত ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়ে যেতে পারে কিন্তু বিশ্বাসের ভ্রান্তিতে নিপতিত হতে পারে না। বিশ্বাসের ভ্রান্তিতে আক্রান্ত হলেই সে মুমিন নামক স্বর্ণ অভিধার অযোগ্য হয়ে পড়ে। **কেননা কর্মগত ভুল ক্ষমাযোগ্য কিন্তু আকীদাগত ত্রুটি আদৌ ক্ষমাযোগ্য নয়।** বিষয়টি স্পষ্ট করণার্থে নিম্নে কয়েটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

এক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।[২]

এখন মুমিন যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোকে হারাম বিশ্বাস করতঃ শয়তানের প্ররোচনায় কখনো মদ-জুয়া ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যায় বা জীবমূর্তিতে ঘর, আঙ্গিনা বা চত্বর সাজায় তাহলে যদিও সে মারাত্মক পর্যায়ের ফাসেক ও গুনাহগার হবে কিন্তু কাফের বিশেষণ তার ব্যাপারে তখনো প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু সে যদি উল্লিখিত বিষয়গুলো যে শরীয়ত বিরোধী ও নাজায়েয, এ কথা বিশ্বাসই না করে তাহলে সে ঈমানের বলয় পেরিয়ে কুফুরীর গণ্ডিতে পৌঁছে যায়।

দুই. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

অর্থ : তোমাদের যদি নবী-পত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিবে।[৩]

অন্য আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

২. সূরা মায়িদা, ৯০।

৩. সূরা আহযাব, ৫৩।

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর বা ওড়না নিজেদের উপর টেনে দেয়।[৪]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

অর্থ : হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়। তবে (শরীরের) যে অংশ (এমনিতেই) প্রকাশ হয়ে যায় তার কথা ভিন্ন।[৫]

এছাড়াও অনেক আয়াত ও সহীহ বুখারী, সুনানে আবূ দাউদ এবং সুনানে তিরমিযীসহ[৬] বহুসংখ্যক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসের আলোকে পর্দা-বিধানকে ফরয করা হয়েছে। কিন্তু এখন যদি কোন মা-বোন পর্দাকে ফরয বিশ্বাস করা সত্ত্বেও জীন ও মানব শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পর্দা বিধানকে লঙ্ঘন করে তাহলে সে মারাত্মক কবীরা গুনাহের কারণে পাপাচারিণী হলো ঠিক; কিন্তু তাকে কাফের বলা যাবে না। তবে কেউ যদি পর্দা-বিধানকেই অস্বীকার করে বা একে নারী উন্নয়ন, প্রগতির অন্তরায় বা সেকেলে বলার ধৃষ্টতা দেখায়

৪. সূরা আহযাব, ৫৯।

৫. সূরা নূর, ৩১।

৬. সহীহ বুখারী; হা.নং ৪১৪১, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৮৩৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭৩১।

কিংবা পর্দা বিধান নিয়ে উপহাস করে তাহলে তাকে নারীবাদী, প্রগতিশীল বা বুদ্ধিজীবি ইত্যাদি বলা যাবে; কিন্তু মুমিন বলা যাবে না।

তিন. কুরআন-হাদীসের বহুসংখ্যক অকাট্য প্রমাণের আলোকে নামায-রোযাকে ফরয করা হয়েছে। এখন কেউ যদি নামায-রোযার ফরয হওয়াকে বিশ্বাস করে; কিন্তু গাফলতের কারণে বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নামায না পড়ে বা রোযা না রাখে তাহলে সে মারাত্মক গুনাহে গুনাহগার হল ঠিক, তবে সে সম্পূর্ণ ঈমানহীন হয়েছে বলে ফতওয়া দেয়া যাবে না। কিন্তু সে যদি নামায-রোযার ফরয হওয়াকেই অস্বীকার করে তাহলে তার উপর কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শুধু ফরয নয় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সুন্নাত নিয়ে উপহাস করলেও ঈমান চলে যায়। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

> অর্থ : তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো, দাড়ি পূর্ণ করো (সহীহ মুসলিমে রয়েছে লম্বা করো) এবং মোঁচ খাটো করো।[৭]

এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো দাড়ি রাখা জরুরী। এখন কেউ যদি দাড়ি রাখার আবশ্যকতাকে বিশ্বাস করে কিন্তু নফসের তাড়নায় ও শয়তানের ধোঁকায় দাড়ি না রাখে তাহলে সে কবিরা গুনাহে গুনাহগার হবে ঠিক, তবে তাকে

৭. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৯২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬২৩।

বে-ঈমান বলা যাবে না। কিন্তু যদি দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলো শুধু এ কথা বোঝানোর জন্য উল্লেখ করা হল যে, কুরআন-হাদীসের আদেশ-নিষেধের বিপরীত বিশ্বাস পোষণকারী বা এগুলোকে অবজ্ঞা বা উপহাসকারী মুখে যতই ঈমানের দাবী করুক প্রকৃত অর্থে সে মুমিন নয়। কুরআনের উপর ঈমান আর এর বিধানের ব্যাপারে সংশয়, আপত্তি বা অবজ্ঞা কারো মধ্যে একত্র হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আর তাঁর সুন্নাত ও আদর্শের প্রতি অনাস্থা, আপত্তি বা উপহাসের মেল-বন্ধন অসম্ভব। আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আর ত্রিত্ববাদ বা বহুত্ববাদের দর্শন-সংস্কৃতি ও উৎসব-পার্বণে সন্তোষ প্রকাশের সহ অবস্থিতি অচিন্তনীয়।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীম আ. এর ঈমানকে উসওয়া (আদর্শ) হিসাবে পেশ করেছেন। যিনি গোত্রীয়, দেশীয় ও দলীয় ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও অপসংস্কৃতির বাঁধন ছিঁড়ে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

অর্থ : তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।[৮]

অন্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম আ. এর প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

অর্থ : আর ইবরাহীম তো নূহ এর অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। যখন সে তার পালনকর্তার নিকট ক্বলবে সালীম (শিরকমুক্ত অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।[৯]

৮. সূরা মুমতাহিনা, ৪।

৯. সূরা সাফ্ফাত, ৮৩, ৮৪।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সহ অধিকাংশ মুফাসসির ক্বলবে সালীমের ব্যাখ্যা করেছেন, যে অন্তর শিরক ও কুফর তথা ঈমান বিরোধী বিশ্বাস থেকে মুক্ত।[১০]

হযরত ইবরাহীম আ. এর একটি বিখ্যাত দু'আও কুরআনে করীমে উল্লেখিত আছে,

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থ : আমাকে অপদস্থ করবেন না পুনরুত্থান দিবসে। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসবে না। তবে যে ক্বলবে সালীম (পরিচ্ছন্ন অন্তর) নিয়ে আসবে। (তার সন্তান, সম্পদ তার উপকারে আসবে।)[১১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ক্বলবে সালীম দান করেন এবং বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১০. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন; পারা ১৯, পৃষ্ঠা ৬৯, ৭০।

১১. সূরা শু'আরা, ৮৭, ৮৯।

ঈমানের সংজ্ঞা

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, কারো কথাকে বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেয়া, স্বীকার করা, ভরসা করা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত বিধি-বিধান ও আহকাম নিয়ে এসেছেন এবং যেগুলো তাঁর আনীত বলে স্পষ্ট ও অকাট্ট দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত সে সমুদয়কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়) ও মেনে নেয়া।[১২]

যে সকল বিষয়ে ঈমান রাখা অপরিহার্য

মৌলিকভাবে যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তা হল ৬টি :

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান।

৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।

৪. নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান।

৫. পরকালের প্রতি ঈমান।

---

১২. *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ* (কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায়), মুফতী হেমায়েত উদ্দীন লিখিত *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*; পৃষ্ঠা ৩৬, শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক লিখিত *কিতাবুল ঈমান*; পৃষ্ঠা ৯।

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান।[১৩]

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য,

---

১৩. উল্লিখিত বিষয়সমূহ কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কয়েকটি আয়াত এবং হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল।
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ... (অর্থ) রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি যা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানগণও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি, ...। (সূরা বাকারা, ২৮৫)
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ... (অর্থ) তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে, নেকী শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নেকী হল তাদের যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি, পরকালের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং তাঁর নবীগণের প্রতি, ...। (সূরা বাকারা, ১৭৭)
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. (অর্থ) আমি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি তাকদীর মোতাবেক। (সূরা কামার, ৪৯)
হাদীসে জিবরীল নামক বিশুদ্ধ ও প্রশিদ্ধ হাদীসটিতে এই ছয়টি বিষয় একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। জিবরাঈল আ. প্রশ্ন করলেন, ঈমান কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره (অর্থ) তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯)

১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সত্য ইলাহ, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।[১৪]

২. আল্লাহ তা'আলা এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তাঁর তুল্য কেউ নেই। তাঁর কোন প্রকার অংশ বা অংশী নেই; হতেও পারে না।[১৫]

৩. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রব। এ মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র তিনিই। সকল সৃষ্টির মঙ্গল-অমঙ্গল এবং কল্যাণ-অকল্যাণ তাঁরই হাতে।[১৬]

---

১৪. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (অর্থ) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (সূরা আলে ইমরান, ২) **অর্থাৎ কোন সৃষ্ট জীব মা'বূদ তথা পূজনীয় হতে পারে না। অতএব যারা জলের (গঙ্গার), সূর্যের, রামের, যীশুর, দেবতার বা পীর পয়গম্বরের উপাসনা বা পূজা করে তারা নির্বোধ, বে-ঈমান এবং কাফির। (মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী কর্তৃক অনূদিত *তা'লীমুদ্দীন*; পৃষ্ঠা ২)**

১৫. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (অর্থ) তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। (সূরা বাকারা, ১৬৩)
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক। অথচ এক উপাস্য ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। (সূরা মায়িদা, ৭৩)
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (অর্থ) আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি অতি পবিত্র। (সূরা নিসা-১৭১)
যারা তিন খোদা মানে, একে তিন-তিনে এক বলে, অবতারে বিশ্বাস করে, ... যীশুখ্রিস্টকে খোদার তনয় বলে মানে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোদার আংশিক নূরের পয়দা বলে মানে তারা পথভ্রষ্ট, জ্ঞানহীন, অন্ধ এবং মহাপাপী। (তা'লীমুদ্দীন; পৃষ্ঠা ২)

১৬. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (অর্থ) সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (সূরা ফাতিহা, ১)

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত গুণাবলীসহ আপনা আপনিই অস্তিত্বশীল। তাঁর ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই।[১৭]

৫. তিনি স্থান, কাল, সৃষ্টি সদৃশ সূরত-আকৃতি ও দিক-প্রান্তের গণ্ডি হতে মুক্ত।[১৮]

৬. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি সদৃশ সূরত-আকৃতি, দিক ও প্রান্ত হতে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরকালে তিনি দৃষ্টিগোচর হবেন। জান্নাতীগণ তাঁকে দেখতে পাবে। যদিও এ জগতে চর্মচক্ষু দ্বারা তাকে দেখা সম্ভব নয়।[১৯]

৭. আল্লাহ পাকের সিফাত অর্থাৎ গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা।[২০]

---

১৭. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَام (অর্থ) ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময়, মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (সূরা রহমান, ২৬-২৭)

১৮. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (অর্থ) তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই। (সূরা শূরা, ১১)
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (অর্থ) তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৪)

১৯. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (অর্থ) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ, ২২-২৩)
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (অর্থ) দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে (দেখতে) পারে না, তিনি দৃষ্টিসমূহকে দেখেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্ম, সুবিজ্ঞ। (সূরা আনআম, ১০৩)

২০. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (অর্থ) আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (সূরা আ'রাফ, ১৮০)

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের উপর ঈমান

কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহ তা'আলার অনেক গুণ প্রকাশক নাম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ তাঁর জন্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

এক. কুরআন-হাদীসে যে সকল নাম আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে কোনরূপ সংযোজন ও বিয়োজন ব্যতীত সে সবগুলোর উপর পূর্ণরূপে ঈমান আনা। কুরআন-হাদীসে আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি এমন কোন নাম তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না।

দুই. আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। তিনি নিজেই এ সকল নাম দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন। সৃষ্টিজীবের কেউ তাঁর নাম রাখেনি। এ সকল নাম নতুন নয় এ বিষয়ের উপরও ঈমান আনা।

তিন. আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহ পরিপূর্ণ অর্থবোধক। এতে কোন ত্রুটি নেই। এ সকল নামের উপর ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব এগুলোর অর্থের উপরও ঈমান আনা ওয়াজিব।

চার. এ সকল নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

পাঁচ. প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান, ফলাফল ও প্রভাব দ্বারা নিজের জীবনকে প্রভাবিত করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম السميع (আস্‌সামীউ, অর্থ : সবকিছু শ্রবণকারী) এর উপর এ ঈমান আনা যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন, তাঁর শ্রবণ সকল ধ্বনিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর এ ঈমানের প্রভাব হল, মুমিনের অন্তরে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তাঁর ভয়-ভীতি

আবশ্যক হয়ে যাওয়া এবং দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কথা বা উচ্চারণ গোপন থাকে না।

আসমাউল হুসনা সম্পর্কিত আকীদাসমূহ

কুরআনে কারীমে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহের মধ্য হতে কিছু নাম তৎসংক্রান্ত আকীদাসহ নিম্নে তুলে ধরা হল,

১. الرحمن (আর রহমানু) সীমাহীন দয়াময়।

২. الرحيم (আর রহীমু) পরম দয়ালু।[২১]

গোটা সৃষ্টি জগত আল্লাহর দয়ায় সৃষ্টি হয়েছে। সবকিছু আল্লাহর দয়ায় সৃষ্টি হয়। কোন কিছু আল্লাহর জন্য জরুরী নয়। আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু করতে বাধ্য নন। আল্লাহ পাক যা চান তাই করেন।[২২]

৩. الحق (আল হাক্কু) সত্য। তিনি সত্য মা'বূদ। তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত।[২৩]

৪. الاول (আল আউয়ালু) প্রথম, অনাদি। তিনি অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্ব কখনো অবিদ্যমান ছিল না।

৫. الاخر (আল আখিরু) শেষ, অনন্ত। তিনি অনন্ত কাল থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব কখনো অবিদ্যমান হবে না।

---

২১. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ) সীমাহীন দয়াময়, পরম দয়ালু। (সূরা ফাতিহা, ২)

২২. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন। (সূরা হজ্জ, ১৪)

২৩. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (অর্থ) এগুলো এ কারণে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হক (সত্য)। তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা হজ্জ, ৬)

৬. الباقى (আল বাকী) চিরস্থায়ী, অনন্ত।

৭. الظاهر (আয যাহিরু) প্রকাশ্য।

৮. الباطن (আল বাতিনু) গুপ্তসত্তা।[২৪]

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব দেখা যায় না। তাঁর অস্তিত্ব গোপন। তবে তাঁর অস্তিত্ব সূক্ষ্ম ও গোপন হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির অণু-পরমাণু তাঁর অস্তিত্বের ও কুদরতের নিদর্শন বহন করে চলছে। এ হিসেবে তিনি প্রকাশ্য।

৯. العليم (আল আলীমু) মহাজ্ঞানী।[২৫]

১০. الخبير (আল খাবীরু) সর্বজ্ঞ।

১১. اللطيف (আল লাতীফু) সূক্ষ্মদর্শী।[২৬]

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত ও জ্ঞানী। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনিই পরিজ্ঞাত। গায়েব সম্পর্কিত সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না। এমনকি নবী-রাসূলগণও নন। তবে

২৪. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (অর্থ) তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্তসত্তা। (সূরা হাদীদ, ৩)
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (অর্থ) তুমি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। (সূরা কাসাস, ৮৮)

২৫. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরা আনকাবূত, ৬২)

২৬. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ। (সূরা লুকমান, ১৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ওহীর মাধ্যমে যতটুকু গায়েবের খবর অবগত করান ততটুকু তাঁরা জানেন।[২৭]

১২. الحكيم (আল হাকীমু) প্রজ্ঞাময়।[২৮]

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত। তিনি সবকিছুর যাহের-বাতেন, অগ্র-পশ্চাত এবং প্রকৃত স্বরূপ ও মূল রহস্য সম্পর্কে অবগত। এই পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে সকল বিষয় সংগঠিত করে থাকেন। সুতরাং তিনি হেকমতওয়ালা বা প্রজ্ঞাময়।

১৩. الواسع (আল ওয়াসি'উ) সর্বব্যাপী।[২৯]

তাঁর জ্ঞান ও দান সর্বব্যাপী। তাঁর জ্ঞান ও দানের আওতার বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি তাঁর জ্ঞান ও দানের নেয়ামত দিয়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। এই অর্থে তিনি সর্বব্যাপী।

১৪. الملك (আল মালিকু) অধিপতি, সম্রাট।[৩০]

২৭. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ (অর্থ) বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর খাযানা আছে। তাছাড়া আমি গায়েবের বিষয় অবগতও নই। (সূরা আন'আম, ৫০)
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (অর্থ) বলে দিন, গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (সূরা ইউনুস, ২০)

২৮. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (অর্থ) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাগাবুন, ১৮)

২৯. إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (অর্থ) তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র আল্লাহই। যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর পরিধিভুক্ত। (সূরা ত্বাহা, ৯৮)

৩০. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (অর্থ) অতএব শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ, তিনিই সত্য মালিক ...। (সূরা মুমিনূন, ১১৬)

তিনি গোটা বিশ্বের অধিপতি এবং সবকিছুর প্রকৃত মালিক। সবকিছুর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তিনি একচ্ছত্র ইচ্ছার অধিকারী।

১৫. مالك الملك (মালিকুল মুল্ক) সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক।

আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয়। তিনি রাজাধিরাজ। তাই যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। তিনি সবকিছুর মালিক। তিনি যে জিনিসের উপর যেভাবে ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করবেন।

১৬. المعز (আল মুঈয্যু) সম্মানদাতা।

১৭. المذل (আল মুযিল্লু) সম্মান হরণকারী, যিল্লাতদাতা।[৩১]

সম্মানিত করা এবং সম্মান হরণ করা আল্লাহ তা'আলার হাতে। যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন।

১৮. الخافض (আল খাফিযু) অবনতকারী, নীচু করনেওয়ালা।

১৯. الرافع (আর রাফি'উ) উঁচু করনেওয়ালা, উন্নয়নকারী।[৩২]

---

৩১. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (অর্থ) আপনি বলুন, হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। (সূরা আলে ইমরান, ২৬)

৩২. يخفض القسط ويرفع إليه (অর্থ) আল্লাহ তা'আলা রিযিক নীচু (হ্রাস) করেন এবং উঁচু (বৃদ্ধি) করেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭৯) يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (অর্থ) তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে অনেক উন্নীত করেছেন। (সূরা মুজাদালাহ, ১১)

২০. القادر (আল ক্বাদিরু) শক্তিশালী।

২১. المقتدر (আল মুকতাদিরু) ক্ষমতাশালী।

২২. القوى (আল ক্বাবিয়্যু) অসীম ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ত্রুটিমুক্ত অটুট ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা অনন্তকাল থাকবে। তাঁর ক্ষমতায় কখনো কোন দুর্বলতা দেখা দেবে না।

২৩. المتين (আল মাতীনু) সুস্থিত, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

২৪. العزيز (আল আযীযু) পরাক্রমশালী।[৩৩]

তিনি পরাক্রমশালী। সকলকে তিনি পরাভূত করতে সক্ষম। কেউ তাঁকে পরাভূত করতে এমনকি মোকাবেলা করতেও সক্ষম নয়।

২৫. المانع (আল মানি'উ) প্রতিরোধকারী।[৩৪]

২৬. القهار (আল ক্বাহ্হারু) মহাপরাক্রান্ত।[৩৫]

---

৩৩. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ (অর্থ) তিনি উপর ও নীচ (সর্বদিক) থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাতে সক্ষম। (সূরা আন'আম, ৬৫)
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আপনার প্রভুই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। (সূরা হুদ, ৬৬)
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা, শক্তির আধার, অসীম ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫৮)

৩৪. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (অর্থ) যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্লেশ দিতে চান তাহলে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না একমাত্র তিনি ছাড়া ...। (সূরা আন'আম, ১৭)

৩৫. هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (অর্থ) তিনিই আল্লাহ এক, মহাপরাক্রান্ত। (সূরা যুমার, ৪)

তাঁর ক্ষমতার সামনে সকলে অক্ষম ও পরাভূত।

২৭. الجبار (আল জাব্বারু) প্রবল, শক্তি প্রয়োগে সংশোধনকারী।[৩৬]

২৮. السميع (আস সামী‘উ) সর্বশ্রোতা।

২৯. البصير (আল বাছীরু) সর্বদ্রষ্টা।[৩৭]

৩০. الخالق (আল খালিকু) স্রষ্টা।

৩১. المبدئ (আল মুবদিউ) আদি স্রষ্টা।

৩২. البارئ (আল বা-রিউ) ত্রুটিহীন স্রষ্টা, উদ্ভাবক।

৩৩. المصور (আল মুছাউবিরু) আকৃতিদাতা।

৩৪. البديع (আল বাদী‘উ) নমূনা বিহীন স্রষ্টা।[৩৮]

আল্লাহ তা‘আলা সকল মাখলুকের স্রষ্টা। সবকিছুকে তিনি কোন নমূনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। বরং সবকিছুর নমূনাও আল্লাহ তা‘আলাই উদ্ভাবন করেছেন। প্রতিটি মাখলুককে স্বতন্ত্র আকৃতি তিনিই দান করেন।

৩৫. النور (আন নূরু) জ্যোতির্ময়।[৩৯]

---

৩৬. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (অর্থ) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ... প্রবল প্রতাপান্বিত ...। (সূরা হাশর, ২৩)

৩৭. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (অর্থ) নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১)

৩৮. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ... (অর্থ) নিশ্চয়ই তিনিই আল্লাহ, তিনি সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকৃতি দানকারী ...। (সূরা হাশর, ২৪)

৩৯. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (অর্থ) আল্লাহ তা‘আলা আসমান এবং যমীনের নূর ...। (সূরা নূর, ৩৫)

৩৬. الهادى (আল হাদী) পথপ্রদর্শক (দীন)।[৪০]

৩৭. الرشيد (আর রশীদু) সত্যদর্শী, পথপ্রদর্শনকারী (দুনিয়া)।

আল্লাহ তা‘আলা হাদী তথা পরকালের সফলতার পথ প্রদর্শনকারী এবং তিনি রশীদ তথা জগতের পথ প্রদর্শনকারী। তাঁর যাবতীয় পদক্ষেপ সত্য ও সঠিক।[৪১]

৩৮. المحى (আল মুহ্য়ী) জীবনদাতা।[৪২]

৩৯. الواحد (আল ওয়াহিদু) একক সত্তা।[৪৩]

৪০. الاحد (আল আহাদু) এক, অদ্বিতীয়, গুণে ও মানে অনন্য।[৪৪]

আল্লাহ তা‘আলা এক, একক, তাঁর কোন দ্বিতীয়, শরীক বা সমকক্ষ নেই।

৪১. المقيت (আল মুকীতু) আহার্যদাতা।

৪২. الرزاق (আর রায্যাকু) রিযিকদাতা।[৪৫]

---

৪০. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (অর্থ) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা বাকারা, ২১৩)

৪১. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২(শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৪২. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (অর্থ) তিনি জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন ...। (সূরা ইউনুস, ৫৬)

৪৩. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (অর্থ) তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য ...। (সূরা বাকারা, ১৬৩)

৪৪. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (অর্থ) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। (সূরা ইখলাস, ১)

৪৫. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (অর্থ) পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার। (সূরা হুদ, ৬)

৪৩. الباسط (আল বাসিতু) সম্প্রসারণকারী।

৪৪. القوى (আল ক্বাবিযু) সংকোচনকারী।[৪৬]

রিযিক ও সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারণ করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা রিযিক সংকুচিত করে দেন।

৪৫. الفتاح (আল ফাত্তাহু) উন্মুক্তকারী।[৪৭]

৪৬. الحفيظ (আল হাফীযু) মহারক্ষক, সংরক্ষণকারী।[৪৮]

৪৭. المؤمن (আল মুমিনু) নিরাপত্তা বিধায়ক।

৪৮. السلام (আস সালামু) নিরাপদ, শান্তিময়।

৪৯. المهيمن (আল মুহাইমিনু) রক্ষক।[৪৯]

৫০. الوالى (আল ওয়ালী) অধিপতি, অভিভাবক।[৫০]

৫১. الوكيل (আল ওয়াকীলু) কর্মবিধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক।[৫১]

---

৪৬. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (অর্থ) আল্লাহ তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারণ করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা রিযিক সংকুচিত করে দেন। (সূরা রা'দ, ২৬)

৪৭. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উন্মুক্তকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ২৬)

৪৮. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২(শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৪৯. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (অর্থ) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ... শান্তিময়, নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা ...। (সূরা হাশর, ২৩)

৫০. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২(শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৫১. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (অর্থ) তারা বললেন, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। (সূরা আলে ইমরান, ১৭৩)

আল্লাহ তা'আলা কর্মবিধায়ক, আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলে আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। তার কর্ম সম্পাদন করে দেন।

৫২. الوهاب (আল ওয়াহ্হাবু) মহান দাতা।[৫২]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুককে যা কিছু দেন এগুলো দেয়ার পিছনে আল্লাহ তা'আলার কোন স্বার্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন।

৫৩. الكريم (আল কারীমু) অনুগ্রহকারী, মহানুভব।[৫৩]

আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা ও আবেদন করা ছাড়াই সকল মাখলুককে নিজ অনুগ্রহে উদারভাবে তাঁর নেয়ামতসমূহ দান করে থাকেন।

৫৪. الغنى (আল গনিয়্যু) অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী।[৫৪]

মাখলুকের রিযিক পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এবং অন্য কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কখনো তাঁর অভাব দেখা দেয় না। তিনি অভাবমুক্ত। অনুরূপ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সব সময় সকল মাখলুক থেকে

---

৫২. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আপনি মহানুভব দাতা। (সূরা সোয়াদ, ৩৫)

৫৩. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (অর্থ) হে মানব! কে তোমাকে মহানুভব প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে দিল? (সূরা ইনফিতার, ৬)

৫৪. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (সূরা হজ্জ, ৬৪)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (অর্থ) হে লোক সকল! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার দিকে মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (সূরা ফাতির, ১৫)

অমুখাপেক্ষী। মানুষ তো নিজ প্রয়োজনে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর ইবাদত করবে।

৫৫. المغنى (আল মুগনী) অভাব মোচনকারী।[৫৫]

৫৬. الواجد (আল ওয়াজিদু) প্রাপক।[৫৬]

৫৭. النافع (আন নাফি'উ) কল্যাণকারী।

৫৮. الضار (আয যার্‌রু) অকল্যাণের মালিক।

কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক তিনিই। তিনি যাকে ইচ্ছা কল্যাণ পৌঁছাতে পারেন। অনুরূপ যাকে ইচ্ছা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেন।[৫৭]

৫৯. البر (আল বার্‌রু) কৃপাময়, নেকময়।[৫৮]

৬০. المميت (আল মুমীতু) মৃত্যুদাতা।[৫৯]

৬১. الوارث (আল ওয়ারিসু) স্বত্বাধিকারী।[৬০]

---

৫৫. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২ (শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৫৬. প্রাগুক্ত।

৫৭. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ (অর্থ) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (সূরা যুমার, ৩৮)

৫৮. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (অর্থ) নিশ্চয়ই তিনি, নেকময়, কৃপাময়। (সূরা তূর, ২৮)

৫৯. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (অর্থ) তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন ...। (সূরা ইউনুস, ৫৬)

৬০. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২ (শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৬২. المعيد (আল মুঈদু) পুনঃ সৃষ্টিকারী।[৬১]

৬৩. الباعث (আল বাঈসু) পুনরুত্থানকারী।[৬২]

৬৪. الجامع (আল জামি'উ) একত্রিতকারী, জমাকারী।[৬৩]

৬৫. الحسيب (আল হাসীবু) হিসাব গ্রহণকারী।[৬৪]

৬৬. المحصى (আল মুহছী) পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব গ্রহণকারী।[৬৫]

আল্লাহ তা'আলা যেমন জীবনদাতা অনুরূপ মৃত্যুদাতাও। কিয়ামতের পূর্বে সকল প্রাণীকেই তিনি মৃত্যু দান করবেন। তখন একমাত্র তিনিই থাকবেন সত্তাধিকারী। বাহ্যিকভাবে যারা দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক বলে মনে হত, তাদের কারো তখন অস্তিত্ব থাকবে না। এরপর তিনিই সবাইকে পুনঃসৃষ্টি করবেন। পুনরুত্থানের পর সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নিবেন।

৬৭. الشهيد (আশ শাহীদু) প্রত্যক্ষকারী।[৬৬]

---

৬১. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (অর্থ) নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনঃ সৃষ্টি করবেন। (সূরা বুরূজ, ১৩)

৬২. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُور (অর্থ) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কবরস্থ প্রত্যেককে পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা হজ্জ, ৭)

৬৩. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (অর্থ) নেই কোন ইলাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। নিশ্চয় তিনিই তোমাকে কিয়ামত দিবসে সমবেত করবেন। (সূরা নিসা, ৮৭)

৬৪. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (অর্থ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা, ৮৬)

৬৫. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (অর্থ) তিনি সকল জিনিসের পরিসংখ্যানের (-ও) হিসেব রাখেন। (সূরা জীন, ২৮)

৬৬. وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (অর্থ) তোমরা যা কর আল্লাহ তার প্রত্যক্ষকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৯৮)

আল্লাহ তা'আলা সবকিছু প্রত্যক্ষকারী। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর অবলোকনের বাইরে নয়, তিনি প্রতিটি সৃষ্টির যাহের-বাতেনকেও প্রত্যক্ষকারী।

৬৮. الرقيب (আর রক্বীবু) পর্যবেক্ষণকারী।[৬৭]

৬৯. الحكم (আল হাকামু) মীমাংসাকারী।[৬৮]

৭০. العدل (আল আদলু) ন্যায়নিষ্ঠ।[৬৯]

৭১. المقسط (আল মুক্বসিতু) ন্যায়পরায়ণ।[৭০]

৭২. الشكور (আশ শাকূরু) গুণগ্রাহী।[৭১] শুকরিয়া আদায় করলে বাড়িয়ে দিবেন।

৭৩. الولى (আল ওয়ালিয়্যু) সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক।[৭২]

৭৪. ذوالجلال والاكرام (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম) আযমত ও জালালের অধিকারী, প্রতাপশালী এবং ইকরামকারী, মহানুভব।[৭৩]

---

৬৭. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (অর্থ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী। (সূরা নিসা, ১)

৬৮. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (অর্থ) সেদিন রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন। (সূরা হজ্জ, ৫৬)

৬৯. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২ (শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৭০. প্রাগুক্ত।

৭১. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আমার প্রভু অবশ্যই মহা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা ফাতির, ৩৪)

৭২. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (অর্থ) আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বন্ধু, তাদেরকে (কুফুরীর) অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। (সূরা বাকারা, ২৫৭)

৭৩. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (অর্থ) কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় এবং মহানুভব। (সূরা রহমান, ৭৮)

৭৫. الودود (আল ওয়াদূদু) পরম স্নেহ পরায়ণ।[৭৪]

আল্লাহ তা'আলা প্রেমময়, নেককার লোক এবং নেক কাজকে তিনি ভালোবাসেন।

৭৬. المقدم (আল মুকাদ্দিমু) অগ্রবর্তীকারী।[৭৫]

৭৭. المؤخر (আল মুআখ্খিরু) পশ্চাদবর্তীকারী।[৭৬]

আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগ্রবর্তী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পিছনে সরিয়ে দেন।

৭৮. المنتقم (আল মুনতাকিমু) শাস্তিদাতা, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।[৭৭]

৭৯. الصبور (আছ ছাবূরু) পরম সহনশীল।[৭৮] আমাদের সহজে শাস্তি দেন না।

৮০. الحليم (আল হালীমু) সীমাহীন সহিষ্ণু।[৭৯]

৮১. العفو (আল আফুউউ) ক্ষমাকারী।[৮০]

৮২. الغفار (আল গাফ্ফারু) মহাক্ষমাশীল।[৮১]

---

৭৪. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (অর্থ) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দয়াময়, প্রেমময়। (সূরা হুদ, ৯০)

৭৫. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২ (শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (অর্থ) আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৪)

৭৮. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২ (শামেলা সংস্করণ)।

৭৯. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (অর্থ) জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহা ক্ষমাশীল, সীমাহীন সহিষ্ণু। (সূরা বাকারা, ২৩৫)

৮০. إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরা হজ্জ, ৬০)

৮১. أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (অর্থ) জেনে রাখ, তিনিই পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, ৫)

৮৩. الغفور (আল গাফূরু) পরম ক্ষমাকারী।[৮২]

৮৪. التواب (আত তাউওয়াবু) তওবা কবুলকারী।[৮৩]

৮৫. المجيب (আল মুজীবু) কবুলকারী।[৮৪]

আল্লাহ তা'আলা শাস্তিদাতা, তবে তিনি দুনিয়াতে সব পাপের শাস্তি দেন না। বরং তিনি মহাধৈর্যশীল এবং সীমাহীন সহিষ্ণু হওয়ায় পাপীদেরকেও তাঁর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না। অনুরূপ তিনি ক্ষমাশীল ও তওবা কবুলকারী হওয়ার কারণে অনেক গুনাহ মাফ করে দেন। তওবাকারীর তওবা কবুল করেন।

৮৬. الحى (আল হাইয়ু) তিনি চিরঞ্জীব। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অনন্তকাল থাকবেন।

৮৭. القيوم (আল কাইয়ূমু) স্বপ্রতিষ্ঠিত, সংরক্ষণকারী, সর্বসত্তার ধারক।[৮৫]

৮৮. الرءوف (আর রঊফু) সীমাহীন দয়ালু।[৮৬]

---

৮২. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আমার প্রভু অবশ্যই মহাক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা ফাতির, ৩৪)

৮৩. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (অর্থ) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই তওবা কবুলকারী, দয়াময়। (সূরা হুজুরাত, ১২)

৮৪. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আমার প্রভু সন্নিকটে, কবুলকারী। (সূরা হুদ, ৬১)

৮৫. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (অর্থ) (অর্থ) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (সূরা আলে ইমরান, ২)

৮৬. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু অবশ্যই সীমাহীন দয়াময়, পরম করুণাময়। (সূরা নাহল, ৪৭)

৮৯. القدوس (আল কুদ্দূসু) পবিত্র।[৮৭]

আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও যাবতীয় কর্ম সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি পবিত্র।

৯০. الجليل (আল জালীলু) মহিমান্বিত।[৮৮]

৯১. المجيد (আল মাজীদু) গৌরবময়।[৮৯]

৯২. المتكبر (আল মুতাকাব্বিরু) সমুচ্চ গৌরবময়তার অধিকারী।[৯০]

৯৩. المتعالى (আল মুতা'আলী) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।[৯১]

৯৪. الماجد (আল মাজিদু) অনন্য মহান।[৯২]

---

৮৭. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (অর্থ) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা ... প্রবল, প্রতাপান্বিত ...। (সূরা হাশর, ২৩)

৮৮. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২(শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৮৯. إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রশংসিত, গৌরবময়। (সূরা হুদ, ৭৩)

৯০. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (অর্থ) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা ... প্রবল, প্রতাপান্বিত ...। (সূরা হাশর, ২৩)

৯১. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (অর্থ) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'আদ, ৯)

৯২. *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*; হা.নং ২০৩১২ (শামেলা সংস্করণ), *সুনানে তিরমিযী*; হা.নং ৩৫০৭।

৯৫. الصمد (আছ ছামাদু) অমুখাপেক্ষী, অনপেক্ষ।[৯৩]

৯৬. الحميد (আল হামীদু) প্রশংসিত।[৯৪]

৯৭. الكبير (আল কাবীরু) সুমহান, সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী।[৯৫]

৯৮. العلى (আল আলিয়্যু) অতি উঁচু মর্যাদাবান।[৯৬]

৯৯. العظيم (আল আযীমু) মহিমাময়।[৯৭]

উপরোক্ত ৯৯টি গুণবাচক নাম সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে মুখস্থ করে হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯৮]

---

৯৩. اللَّهُ الصَّمَدُ (অর্থ) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (সূরা ইখলাস, ২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (অর্থ) হে লোক সকল! তোমরা সবাই আল্লাহ তা‘আলার দিকে মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তা‘আলা অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (সূরা ফাতির, ১৫)

৯৪. إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা প্রশংসিত, গৌরবময়। (সূরা হুদ, ৭৩)

৯৫. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (অর্থ) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা‘আদ, ৯)

৯৬. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলাই অতি উঁচু মর্যাদাবান, সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী। (সূরা লুকমান, ৩০)

৯৭. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (অর্থ) তিনি অতি উঁচু মর্যাদাবান, মহিমাময়। (সূরা শূরা, ৪)

৯৮. সহীহ বুখারী; হা.নং ২৭৩৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৭৭।

মুখস্থ করার ও হিফাযতের সুবিধার্থে উল্লিখিত ৯৯টি গুণবাচক নাম একত্রে নিম্নে প্রদত্ত হল-

اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

هُوَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ
الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ اَلْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ
الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ
الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ
الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ
الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِىُّ الْمَتِينُ
الْوَلِىُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِى الْمُمِيتُ الْحَىُّ اَلْقَيُّومُ
الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ
الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ
الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ
مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ
الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ
النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ.

তবে আল্লাহ পকের গুণ প্রকাশক নামসমূহ উল্লিখিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। উল্লিখিত নামসমূহ ছাড়াও কুরআন-হাদীসে আল্লাহ পাকের আরো কতিপয় গুণ প্রকাশক নাম পাওয়া যায়। যেমন,

১. الرب (আর রব্বু) প্রতিপালক।[৯৯]

২. المنعم (আল মুনঈমু) নিয়ামত দানকারী।[১০০]

৩. المعطى (আল মু'তী) দাতা।[১০১]

৪. الصادق (আছ ছাদিকু) সত্যবাদী।[১০২]

৫. النصير (আন নাছীরু) সাহায্যকারী।

৬. الستار (আস সাত্তারু) গোপনকারী।

৭. الكافى (আল কাফী) যথেষ্ট।

৮. المغيث (আল মুগীসু) সাহায্যকারী।

৯. الجميل (আল জামীলু) সুন্দর।

১০. القريب (আল ক্বরীবু) নিকটবর্তী।

১১. المدبر (আল মুদাব্বিরু) নিয়ন্ত্রক।

১২. الحنان (আল হান্নানু) অধিক দয়ালু, সহানুভুতিশীল।

---

৯৯. إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (অর্থ) তোমাদের মা'বূদ এক। যিনি আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা ...। (সূরা ছাফ্ফাত, ৪-৫)

১০০. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ (অর্থ) যখন আমি মানুষকে নেয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৫১)

১০১. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (অর্থ) তিনি (মূসা আ.) বললেন, আমাদের প্রভু তিনি, যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা ত্বাহা, ৫০)

১০২. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (অর্থ) আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক সত্য কথক আর কে আছে? (সূরা নিসা, ৮৭)

বি.দ্র. আল্লাহ তা'আলার গুণ প্রকাশক নামসমূহের যথাযথ বাংলা অনুবাদ হয় না। এখানে যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ইঙ্গিত মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এবং হাদীস শরীফে কোন কোন জায়গায় উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হন, হাসেন, কথা বলেন, দেখেন, শোনেন, সিংহাসনে সমাসীন হন, নিম্ন আসমানে অবতীর্ণ হন বা আল্লাহ তা'আলার হাত, পা, মুখ আছে ইত্যাদি– এসব নিয়ে কখনো গোলযোগে পড়তে বা তর্ক-বিতর্ক করতে নেই। সরল সহজভাবে আমাদের আকীদা এবং ইয়াকীন রাখা উচিত যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের মত বসা, উঠা বা হাত-পা তো নিশ্চয়ই নয়, তবে কেমন? তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। যেমন তিনি তেমন তাঁর উঠা-বসা বা হাত-পা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা অন্য জীবের সাদৃশ্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।[১০৩]

---

১০৩. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (অর্থ) তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই। (সূরা শূরা, ১১)

ফেরেশতা সম্পর্কে আকীদা

ফেরেশতাগণের প্রতি এ আকীদা পোষণ করা যে,

১. তারা নূরের তৈরি মাখলুক। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।[১০৪] তাদের অস্তিত্বকে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা।

২. তারা পুরুষও নন, নারীও নন। তারা কাম, ক্রোধ, রিপু ইত্যাদি থেকে মুক্ত।[১০৫]

৩. তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ডানা বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন।[১০৬]

---

১০৪. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم (অর্থ) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে ...। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৯৬)

১০৫. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ، أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (অর্থ) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা সাফ্ফাত, ১৫০-১৫২)

১০৬. الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (অর্থ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম। (সূরা ফাতির, ১)

৪. ফেরেশতাগণের সংখ্যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। তারা অগণিত।[১০৭]

৫. তাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।[১০৮]

৬. তারা সদা সর্বদা ইবাদতে ও আল্লাহর আদেশ পালনে মগ্ন আছেন। কখনো ক্লান্ত হন না।[১০৯]

---

১০৭. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. (অর্থ) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফেরেশতাগণকেই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি- যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (সূরা মুদ্দাসসির, ৩১)

১০৮. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ; পৃষ্ঠা ৭৪।

১০৯. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (অর্থ) তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয় তাই তারা পালন করেন। (সূরা তাহরীম, ৬)

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. (অর্থ) অতঃপর তারা যদি অহঙ্কার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৩৮)

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. (অর্থ) তারা রাত্রিদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (সূরা আম্বিয়া, ২০)

৭. ফেরেশতাগণ মা’সূম বা নিষ্পাপ। তারা কোন গুনাহ করেন না।[১১০]

৮. আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে আদেশ দেন তাই তারা করেন। কখনো আল্লাহ তা‘আলার আদেশ লঙ্ঘন করেন না।[১১১]

৯. ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা বা সন্তান নন। বরং তারা আল্লাহ পাকের অনুগত মাখলুক।[১১২]

১০. প্রসিদ্ধ চার ফেরেশতা (জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল মউত (আযরাঈল আ.)-সহ সকল ফেরেশতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। হযরত মালাকুল মউত (আ.) প্রাণ হরণ করেন বিধায় মূর্খেরা তাকে ভালোবাসে না। অথচ তিনি আল্লাহ পাকের অনুগত দাস। তিনি নিজ ক্ষমতায় বা নিজ ইচ্ছায় মানুষের জীবন হরণ করেন না। তিনি আমাদের পরম উপকারী, তিনি

---

১১০. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ (অর্থ) আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে আদেশ দেন তা তারা লঙ্ঘন করেন না। (সূরা তাহরীম, ৬)

১১১. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (অর্থ) আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে আদেশ দেন তা তারা লঙ্ঘন করেন না। তাদের যে আদেশ দেয়া হয় তাই তারা পালন করেন। (সূরা তাহরীম, ৬)

১১২. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ، أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ، أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (অর্থ) আমি কি ফেরেশতাদেরকে কন্যা রূপে সৃষ্টি করেছি এবং তা তারা প্রত্যক্ষ করেছে? জেনে রেখো, তারা অবশ্যই মিথ্যা বলছে যে, আল্লাহ তা‘আলা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা‘আলা কি কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের উপর মনোনীত করেছেন? (সূরা সাফ্‌ফাত, ১৫০, ১৫৩)

আমাদেরকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তা‘আলার কাছে পৌঁছে দেন।[১১৩]

ফেরেশতাগণের কর্মসমূহ

ফেরেশতাগণ অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, যেগুলো পালন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে দিয়েছেন। যেমন,

১. আল্লাহ তা‘আলার আরশ বহন করা।[১১৪]

২. রাসূল আলাইহিস সালামগণের উপর ওহী অবতীর্ণ করা।[১১৫]

---

১১৩. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. (অর্থ) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ, ১১) হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত *তা’লীমুদ্দীন*; পৃষ্ঠা ১০।

১১৪. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. (অর্থ) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা মু’মিন, ৭)

১১৫. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (অর্থ) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়-যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (সূরা বাকারা, ৯৭)

৩. জান্নাত ও জাহান্নাম দেখাশুনা করা।

৪. মেঘ পরিচালনা করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করা।

৫. পাহাড়-পর্বত দেখাশুনা করা।

৬. শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া।[১১৬]

৭. বনী আদমের কর্ম লিপিবদ্ধ করা।

৮. মানুষকে হিফাযত করা। তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রতি কোন বিপদাপদ এলে তারা তা থেকে মানুষকে হিফাযত করেন না।

৯. মানুষের সাথে থাকা ও তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা।

১০. জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার করা, মানবদেহে আত্মা ফুৎকার দেয়া। মানুষের রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা।

১১. মৃত্যুর সময় জান কবয করা।

১২. কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা। এরপর উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১৩. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর উম্মতের দুরূদ ও সালাম পৌঁছে দেয়া।

এছাড়াও ফেরেশতাগণ অনেক কাজ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তাই তারা পালন করেন।

---

১১৬. وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْض إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُون (অর্থ) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (সূরা যুমার, ৬৮, মুসনাদে আহমাদ)

কিতাব সম্বন্ধে আকীদা

আল্লাহ তা'আলা জীন ও ইনসানের হিদায়াতের জন্য হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে নবীগণের উপর বহু সংখ্যক বাণী অবতীর্ণ করেছেন। নবীগণ আল্লাহ পাকের এ বাণীকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের এ বাণী সমগ্রকেই কিতাব বলে। এ বাণীসমূহের মধ্য হতে অনেকগুলো ছিল সহীফা বা পুস্তিকা।[১১৭]

---

১১৭. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (অর্থ) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ, ২৫)
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (অর্থ) সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবর্তীণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন। (সূরা বাকারা, ২১৩)

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্য হতে চারটি বড় কিতাব হল,

১. তাওরাত, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।[১১৮]

২. যাবূর, যা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর নাযিল হয়েছে।[১১৯]

৩. ইঞ্জিল, যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।[১২০]

৪. কুরআন, যা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।[১২১]

আসমানী কিতাবসমূহের উপর এই ঈমান রাখতে হবে যে,

১. আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহ পাকের বাণী; মানব রচিত নয়।[১২২]

২. আল্লাহ তা'আলা যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনি তাঁর বাণী অনাদি ও অনন্ত।[১২৩]

---

১১৮. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (অর্থ) নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি ...। সূরা মায়িদা, ৪৪)

১১৯. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (অর্থ) আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি। (সূরা নিসা, ১৬৩, সূরা বনী ইসরাঈল, ৫৫)

১২০. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ (অর্থ) অতঃপর আমি মারইয়াম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল। (সূরা হাদীদ, ২৭)

১২১. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (অর্থ) নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (সূরা দাহর, ২৩)

১২২. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (অর্থ) এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (সূরা নিসা, ৮২)

১২৩. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ; পৃষ্ঠা ১১১।

৩. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্য হতে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ।[১২৪]

৪. কুরআন সর্বশেষ কিতাব, এরপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না।[১২৫]

৫. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের বিধান রহিত হয়ে গেছে।[১২৬]

৬. কুরআন সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন হিফাযতের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং সর্বদা অবিকৃত থাকবে।[১২৭]

৭. কুরআনে কারীম পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।[১২৮]

---

১২৪. اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ... ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (অর্থ) আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। ...এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার, ২৩)

১২৫. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (অর্থ) মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আহযাব, ৪০)। (যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এজন্য তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবও সর্বশেষ কিতাব)।

১২৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (অর্থ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করো না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা, ২০৮)

১২৭. সূরা হিজর, ৯।

১২৮. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (অর্থ) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, রহমত ও হিদায়াত। (সূরা ইউসুফ, ১১১)

নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং তাদেরকে আমলী আদর্শ দেখিয়েছেন। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে নবীগণের মধ্যে যারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়।[১২৯]

নবী-রাসূলগণের প্রতি নিম্নোক্ত ঈমান রাখা আবশ্যক,

১. নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ যাকে চান তাকেই তিনি নবী-রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। নবুওয়াত সাধনা বলে অর্জিতব্য বিষয় নয়।[১৩০]

২. নবী-রাসূলগণ থেকে কখনো নবুওয়াত ও রিসালাত কেড়ে নেয়া হয় না। নবী-রাসূলগণের নবুওয়াত ও রিসালাত চির বহাল থাকে।[১৩১]

৩. তাঁরা মানুষ। তাঁরা প্রভু নন বা আল্লাহ তা‘আলার পুত্র নন কিংবা আল্লাহর রূপান্তর (অবতার) নন। তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর বাণী অনুসারে তাঁরা জীন ও মানব জাতিকে হিদায়াতের দীক্ষা দেন।[১৩২]

৪. নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ব্যতীত আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।[১৩৩]

---

১২৯. قال أهل العلم: النبي كل من أوحي إليه من الله تعالى سواء أمر بتبليغ أم لم يؤمر به، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسولا، وإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وقال بعضهم: إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به، والقول الأول أصح
(অর্থ) উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে যার উপর ওহী প্রেরণ করা হয় তিনি নবী। চাই তা অন্যকে পৌঁছানোর নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক। যদি তাবলীগের হুকুম দেয়া না হয় তাহলে তিনি শুধু নবী, রাসূল নন। আর যদি তাবলীগের আদেশপ্রাপ্ত হন তাহলে তিনি নবী এবং রাসূল উভয়টি।
কেউ কেউ বলেছেন, যার কাছে নতুন শরীয়তের ওহী আসে তিনি রাসূল। আর যিনি পূর্বের শরীয়তকে মজবুত করার জন্য প্রেরিত হন এবং পূর্বের শরীয়ত অনুযায়ী আমল করেন তিনি হলেন নবী। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। (ফাতাওয়া আশ-শাবাকাতিল ইসলামিয়া; ফতওয়া নং ৫৩৪৪৯)

১৩০. اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (অর্থ) আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতা ও মানুষদের মধ্য হতে তাঁর রাসূল মনোনীত করেন। (সূরা হজ্জ, ৭৫)
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (অর্থ) আল্লাহ যাকে চান তাঁর রহমতের জন্য একান্ত (মনোনীত) করেন। (সূরা বাকারা, ১০৫)

১৩১. আল বাহরুল মাদীদ ১৪/৮১, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ; পৃষ্ঠা ৭৮।

১৩২. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ (অর্থ) আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি শুধুমাত্র পুরুষদেরকে যাদের কাছে আমি ওহী নাযিল করেছি। (সূরা নাহল, ৪৩)
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ (অর্থ) বলুন, আমি শুধু তোমাদের মত মানুষ (তবে) আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয় ...। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৬)

১৩৩. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (অর্থ) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতকের উপর ঈমান রাখি আর কতকের উপর ঈমান রাখি না। এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফের। (সূরা নিসা, ১৫০, ১৫১)

৫. নবী-রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।[১৩৪]

৬. সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নবী আসেননি এবং আসবেনও না।[১৩৫]

৭. নবীগণ কবরে জীবিত আছেন। শহীদগণের চেয়েও তাঁদের জীবন অধিক অনুভূতি সম্পন্ন। তাঁদের কাছে উম্মতের আমল এবং দুরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবিত আছেন।[১৩৬]

---

১৩৪. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (অর্থ) সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন এবং তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। (সূরা আহযাব, ৩৯)

১৩৫. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (অর্থ) মুহাম্মাদ তোমাদের কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (সূরা আহযাব, ৪০)

১৩৬. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (অর্থ) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত, তাঁরা তাঁদের কবরে নামায পড়েন। (মুসনাদে আবী ইয়ালা; হা.নং ৩৪২৫ [হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য], মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইছামী ৮/৩৮৬; শামেলা সংস্করণ)

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. (অর্থ) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মি'রাজের রাতে লাল টিলার কাছে মূসা আ. এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি, তখন তিনি স্বীয় কবরে নামাযে রত ছিলেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩৭৫)

৮. হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী দুনিয়াতে এসেছেন তাঁরা সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন। আমাদের সকল নবীর উপর ঈমান আনতে হবে তথা প্রত্যেক নবী-রাসূল তাঁদের স্ব-স্ব যুগে সত্য ছিলেন– এ কথা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদের যুগে তাঁদের আনীত দীনের আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূলের শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধু তাঁর আনীত শরীয়তের আনুগত্য করাই অপরিহার্য।[১৩৭]

৯. নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় তাঁদের দ্বারা অনেক অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে মু'জিযা বলে। মু'জিযা বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত। যেমন, হযরত ইবরাহীম আ. এর জন্য আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হযরত মূসা আ. এর লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, হযরত ঈসা আ. এর দু'আয় মৃতদের

---

১৩৭. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (অর্থ) রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ তা'আলার উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। (তাঁরা বলেন) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না। (সূরা বাকারা, ২৮৫)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (অর্থ) যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আলে ইমরান, ৮৫)

জীবিত হয়ে যাওয়া, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।[১৩৮]

১০. নবীগণ গুনাহ করেন না, তাঁরা মা'সূম তথা নিষ্পাপ।[১৩৯]

১১. হযরত ঈসা আ. কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে আমাদের নবীর অনুসারী হয়ে আবারো দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। একথা সত্য। এর উপর বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহর পুত্র নন।

---

১৩৮. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (অর্থ) এবং আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১০১)
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (অর্থ) কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। (সূরা ক্বামার, ১)

১৩৯. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. (অর্থ : ইবলিসের ভাষ্য) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে লক্ষ্য করে বললেন,) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (সূরা হিজর, ৪২)
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. (অর্থ) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। (সূরা সোয়াদ, ৮৩)
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. (অর্থ) সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ঠ। (সূরা আহযাব, ৩৯)
আল বাহরুল মাদীদ ১৪/৮১, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ; পৃষ্ঠা ৭৮।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিছু আকীদা

১. আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত বিশেষ কোন দেশ বা গোষ্ঠির জন্য নয়; বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জাহানের আগতব্য সকল জাতির জন্য নবী।[১৪০]

২. আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তিনি নবী-রাসূলগণের সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। এ নবীর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উম্মত।[১৪১]

৩. তিনি জিন-ইনসান সকলেরই নবী।

---

১৪০. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (অর্থ) আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে। যদিও অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা সাবা, ২৮)
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (অর্থ) বলুন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। (সূরা আ'রাফ, ১৫৮)
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের ইয়াহুদী-নাসারা যে কেউ আমার কথা জানার পরও আমার আনীত বিষয়ের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করল সে জাহান্নামী। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৩)

১৪১. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فضلت على الأنبياء بست (অর্থ) অন্যান্য নবীর উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে ...। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫২৩)

৪. তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না।[১৪২]

থানবী রহ. বলেন, 'প্রিয় পাঠক! ... যত পয়গম্বরই হইয়াছেন সবাই আমাদের মাননীয় এবং ভক্তির পাত্র। পয়গম্বরদের মধ্যে আদৌ পরস্পর কোনরূপ হিংসা, বিদ্বেষ বা দ্বন্দ্ব ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাহারা সকলেই আল্লাহর হুকুম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর ভাই ভাই। হ্যাঁ, আল্লাহ

১৪২. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. (অর্থ) মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আহযাব, ৪০)
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. (অর্থ) বলুন! আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। (সূরা জিন, ১)
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. (অর্থ) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পরকে বলল, চুপ থাকো। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যয়ন করে, সত্যধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (সূরা আহক্বাফ, ২৯, ৩০)

তা'আলা অবশ্য হেকমতের কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হুকুম জারী করিয়াছেন, কিন্তু এই সামান্য বিভিন্নতাও শুধু আমলের মধ্যে; আকীদার মধ্যে নয়। আকীদা আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত চিরকাল একই। আকীদার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন হয় নাই, হইতেও পারে না। কোন কোন ওয়ায়েযের ওয়ায দ্বারা বুঝা যায় এবং অনেক মূর্খের ধারণাও এই যে, পয়গম্বরদের মধ্যেও বুঝি এমনকি ফেরেশতাদের মধ্যে পর্যন্ত ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, বা দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

অনেকে আমাদের হযরতের ফযীলতের বয়ান করিতে গিয়া অন্য নবীর পঙ্গুতা দেখায়। (যেমন বলে, উম্মতের প্রতি হযরত নূহ আ. এর রহম কম ছিল, হযরত মূসা আ. এর রাগ বেশি ছিল, হযরত ঈসা আ. রাজনীতি জানিতেন না ইত্যাদি) ইহা অতি সাংঘাতিক এবং মারাত্মক ভুল। ইহাতে ঈমান নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। প্রিয় পাঠক! খুব সতর্ক থাকিবেন, কোন নবীর সহিত কোনরূপ বেয়াদবী করিবেন না।'[১৪৩]

১৪৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখিত এবং মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী অনূদিত *তা'লীমুদ্দীন* কিতাবের ৮ম পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত।

আখিরাত সম্বন্ধে ঈমান

পার্থিব জীবন শেষে এক অনন্ত অসীম জীবন শুরু হয়। এই নশ্বর জগত থেকে প্রতিটি মানুষ এক অবিনশ্বর, অনিঃশেষ জগতে চলে যায়। যে জগতকে বলা হয় আখিরাত বা পরকাল। মৃত্যুর পর সকলকেই সে জগতে পুনরায় জীবিত করা হবে। ভালো মন্দের হিসাব হবে। পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে। সকল আসমানী কিতাব পরকালের বিশ্বাসের ব্যাপারে একমত। পরকাল অবিশ্বাসী বে-ঈমান, কাফির।[১৪৪] আখিরাত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য,

১. কবরের সুওয়াল-জওয়াব (প্রশ্নোত্তর) সত্য

সমাহিত হওয়ার পর মুনকার ও নকীর নামক দু'জন ফেরেশতা প্রতিটি মুর্দাকে তিনটি প্রশ্ন করবেন, (১) তোমার রব কে? (২) তোমার দীন কি? (৩) তোমার নবী কে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে বলবেন, ইনি কে যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল?) মৃত ব্যক্তি নেককার হলে ঠিক উত্তরটি দিতে পারবে এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। সে কিয়ামত পর্যন্ত সুখ নিদ্রায় বিভোর থাকবে। আর যদি নেককার না হয় তাহলে সে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বলবে,

১৪৪. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (অর্থ) তোমরা লড়াই কর ঐ সকলদের (বিরুদ্ধে) যারা আল্লাহর উপর এবং পরকাল দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। (সূরা তওবা, ২৯)

'হায়! হায়!! আমি জানি না'। তখন তাকে ভীষণ শাস্তি দেয়া হবে।[১৪৫]

২. কবরের আযাব সত্য

কবর কোন নির্দিষ্ট গর্তকে বলা হয় না। বরং কবর বলতে বুঝায় মৃত্যুর পর থেকে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জগতকে। এ জগতকে 'আলমে বরযখ'-ও বলে। সুতরাং যদি কোন মুর্দার সলীল সমাধি হয় অথবা পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় তাহলেও তাকে আলমে বরযখে মুনকার নাকীরের সুওয়াল-জওয়াব এবং শান্তি কিংবা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।[১৪৬]

১৪৫. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا قبر الميت (أوقال أحدكم) أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر والآخر النكير (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন মাইয়িতকে কবরস্থ করা হয় তখন কালো, নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আগমন করে, যাদের একজনকে মুনকার এবং অপর জনকে নাকীর বলে ...। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১০৭১)

১৪৬. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (অর্থ) তাদের পশ্চাতে রয়েছে বারযাখ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা মুমিনূন, ১০০)

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا (অর্থ) তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। (সূরা নূহ, ২৫)

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (অর্থ) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফিরআউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (সূরা গাফির, ৪৬)

৩. কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থান এবং হাশরের ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য

কিয়ামতের সময় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার আল্লাহর হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সকল জীন ও ইনসান জীবিত হয়ে একত্রে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।[১৪৭]

৪. আল্লাহর বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য

কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়ার পর সবাইকে আল্লাহ তা'আলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে পার্থিব জীবনের প্রতিটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে।[১৪৮]

---

১৪৭. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (অর্থ) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আকাশমণ্ডলী এবং যমীনের সকলে বেহুশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে চান সে ব্যতীত। অতঃপর আবার তাতে ফুঁক দেয়া হবে, ফলে তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (সূরা যুমার, ৬৮)
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (অর্থ) নিশ্চয়ই কিয়ামত আসন্ন। এতে কোন সন্দেহ নেই এবং অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কবরস্থদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা হজ্জ, ৭)

১৪৮. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (অর্থ) আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়-ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না এবং যদি সরিষার দানা পরিমাণও কিছু করে তা-ও আমি আনয়ন করব (হিসাব নেব)। হিসাব নেয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ৪৭)

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে সুওয়াল (জিজ্ঞাসা) করা সত্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কৃত সমুদয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এটা সত্য।[১৪৯]

৬. নেকী-বদী ওজন হওয়া সত্য

কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য মীযান (দাড়িপাল্লা) স্থাপন করা হবে। ভালো-মন্দ এবং সৎ-অসৎ পরিমাপ করা হবে।[১৫০]

---

১৪৯. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (অর্থ) অতঃপর সেদিন অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা তাকাসুর, ৮)
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (অর্থ) নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, ৩৬)
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ... وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) মুমিনকে কাছে আনবেন। অতঃপর তার দিকে ঝুকে গোপনে তার থেকে স্বীকৃতি নিবেন যে, তুমি অমুক অমুক গুনাহ চেন কি? (তুমি অমুক অমুক গুনাহ করেছ কি?) সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। অবশেষে যখন তার থেকে তার গুনাহের স্বীকৃতি নেয়া হবে এবং সে ভাববে আমার ধ্বংস অনিবার্য তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার এ সকল গুনাহ গোপন রেখেছিলাম, আজও আমি এগুলো ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার নেক আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৪৪১)

১৫০. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ... وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (অর্থ) আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়-ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না এবং যদি সরিষার দানা পরিমাণও কিছু করে তা-ও আমি আনয়ন করব (হিসাব নেব)। হিসাব নেয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ৪৭)

৭. শাফায়াত সত্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাফায়াত করবেন। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর অনেক বিশেষ বান্দাকে শাফায়াতের অনুমতি দিবেন। তারাও সুপারিশ করতে পারবেন।[১৫১]

৮. আমলনামা প্রাপ্তি সত্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের পর কিয়ামতের ময়দানে আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে। নেককারের আমলনামা ডান হাতে এবং বদকারের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে।[১৫২]

---

১৫১. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (অর্থ) সেদিন শাফায়াত কোনই উপকারে আসবে না, তবে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা ত্বাহা, ১০৯)

১৫২. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَال هَذَا الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (অর্থ) তারা বলবে, হায় আফসোস! একি অদ্ভুত আমলনামা, ছোট-বড় কোন কিছুকেই বাদ দেয় না। বরং সবকিছুরই হিসাব রেখেছে এবং তারা যা আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে। আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না। (সূরা কাহ্‌ফ, ৪৯)

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ . وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (অর্থ) আর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, নাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, হায় আফসোস! আমাকে যদি আমলনামা না-ই দেয়া হত! (সূরা হা-ক্কাহ, ১৯, ২৫)

৯. হাউযে কাউসার সত্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউযে কাউসার দান করবেন। তিনি এ হাউয থেকে উম্মতকে পানি পান করাবেন।[১৫৩]

১০. পুলসিরাত সত্য

হাশরের ময়দানের চতুর্দিক জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে, যা খুব সরু এবং অতি ধারালো হবে। এটা হল পুলসিরাত। সবাইকে এ পুল পার হতে হবে। নেককার বান্দাগণ এ পুল পার হতে পারবে। আর বদকাররা জাহান্নামে পতিত হবে। নেককারগণ তাদের আমল অনুযায়ী কম-বেশ গতিতে পুলসিরাত পার হবে।[১৫৪]

---

১৫৩. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (অর্থ) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি। (সূরা কাউসার, ১)

قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض (অর্থ) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা হাউযের (কাউসারের) তীরে আমার সাথে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত সবর করো। (সহীহ বুখারী; হাউজে কাউসার অধ্যায়)

১৫৪. ويضرب جسر جهنم (অর্থ) এবং জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৫৭৩)

ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم (অর্থ) জাহান্নামের উপরে সিরাত (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। আমি এবং আমার উম্মত সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব। রাসূলগণ ব্যতীত সেদিন কেউ কথা বলবে না। রাসূলগণ বলতে থাকবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখ, হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখ। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৮২)

১১. আ'রাফ সত্য

জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান/প্রাচীরকে আ'রাফ বলা হয়। এটা সত্য। এটা কোন স্থায়ী জায়গা নয়। যাদের নেকী-বদী সমান তাদেরকে সাময়িকভাবে এখানে অবস্থান করানো হবে। অবশেষে আল্লাহ চাইলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।[১৫৫]

১২. জান্নাত (বেহেশত) সত্য

আল্লাহ তা'আলা নেক বান্দাদেরকে জান্নাত দান করবেন। জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয়; বরং সৃষ্ট ও অস্তিত্বশীল রূপে তা বিদ্যমান আছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। মুমিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। তাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। জান্নাতীগণ যা পেতে ইচ্ছা করবেন তাই পাবেন। তারা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।[১৫৬]

১৩. জাহান্নাম বা দোযখ সত্য

কাফের ও পাপীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা আগুন, সাপ, বিচ্ছু ও শৃঙ্খল প্রভৃতি আযাবের উপকরণসহ জাহান্নামকে

১৫৫. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ (অর্থ) উভয়ের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মাঝে থাকবে আবরণ এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা সকলকে তাদের নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবে। (সূরা আ'রাফ, ৪৬)

১৫৬. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। (সূরা মুহাম্মাদ, ১২) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (অর্থ) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ, ২২, ২৩)

প্রস্তুত করে রেখেছেন। জাহান্নাম সৃষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে। কবীরা গুনাহকারীগণ গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর কিংবা পাপ মোচনের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৫৭]

১৪. ছোট হতে ছোট গুনাহকারীকে শাস্তি দেয়ার এবং বড় থেকে বড় গুনাহকারীকে শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ পাকের রয়েছে। শাস্তি দেয়া কিংবা মাফ করে দেয়া উভয়ই তাঁর ইচ্ছাধীন।[১৫৮]

১৫৭. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا (অর্থ) নিশ্চয়ই যে সকল আহলে কিতাব ও মুশরিক কুফুরী করেছে তারা জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। (সূরা বাইয়িনাত, ৬)

১৫৮. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (অর্থ) সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সামর্থবান। (সূরা বাকারা, ২৮৪)

তাকদীর সম্পর্কে আকীদা

তাকদীরে পারিভাষিক অর্থ হল, সমুদয় সৃষ্টির ভালো-মন্দ, উপকার-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছু এবং সকল সৃষ্টির স্থান-কাল ও এ সবের শুভ-অশুভ পরিমান-পরিণাম পূর্ব হতেই নির্ধারিত করা।[১৫৯]

তাকদীর চার প্রকার,

১. তাকদীরে আম : যা লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত আছে।[১৬০]

২. তাকদীরে উমরী : মানুষ যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে পাঠান। তারা মাতৃগর্ভে থাকতেই চারটি বিষয় লিখে দেন, তার রিযিক, তার মৃত্যুকাল, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা। এগুলো হল তাকদীরে উমরী।[১৬১]

---

১৫৯. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (অর্থ) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (সূরা ক্বামার, ৪৯)
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ; পৃষ্ঠা ১৩০।

১৬০. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا (অর্থ) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা হাদীদ, ২২)

১৬১. حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي أو سعيد (অর্থ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের একেক জনের আকৃতি তার মায়ের গর্ভে ৪০

৩. তাকদীরে সানাবী : ঐ সকল বিষয় যেগুলো প্রতি বছর শবে কদরে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য নির্ধারণ করেন। যেমন, সে কি কি আমল করবে, এ বছর সে জীবিত থাকবে না মৃত্যুবরণ করবে ইত্যাদি।[১৬২]

৪. তাকদীরে ইয়াউমী : ঐ সকল বিষয় যেগুলো আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন সংঘটিত করেন।

তাকদীর সম্পর্কে নিম্নোক্ত আকীদা পোষণ করা একান্ত অপরিহার্য,

১. সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু লিখেছেন।[১৬৩]

২. আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই অবগত।[১৬৪]

দিন বীর্য আকারে মিলিত থাকে ... অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সে তার ভিতর রূহ ফুঁকে দেয় এবং সে ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখে দিতে আদেশ দেয়া হয়। তার রিযিক, তার মৃত্যুকাল, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা ...। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩৩২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৪৩)

১৬২. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ . أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا (অর্থ) সেই রাতে (শবে কদরে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয় আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে। (সূরা দুখান, ৪-৫)

১৬৩. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا (অর্থ) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা হাদীদ, ২২)

১৬৪. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (অর্থ) তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে কোন শস্যকণা কিংবা তাজা বা শুষ্ক বস্তু সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৫৯)

৩. তাঁর ইচ্ছানুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হতে পারে না।[১৬৫]

৪. তিনি ভালো-মন্দ সবকিছুর স্রষ্টা।[১৬৬]

৫. আল্লাহ তা'আলা কলম দ্বারা লওহে মাহফূযে (সংরক্ষিত ফলকে) সবকিছু লিখে রেখেছেন। এ লওহ, কলম এবং লওহে যা কিছু লিখে রাখা হয়েছে সব সত্য।[১৬৭]

৬. মানুষের প্রতি যত হুকুম ও আদেশ রয়েছে, তার কোনটিই মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের হুকুম করেন না।[১৬৮]

৭. কোন অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য তাকদীরকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো জায়েয নেই।[১৬৯]

৮. তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করা জায়েয নেই। তাকদীর সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল, এটা আল্লাহ তা'আলার এমন এক

১৬৫. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (অর্থ) তোমরা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। (সূরা তাকবীর, ২৯)

১৬৬. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (অর্থ) বলুন, আল্লাহ সর্ব জিনিসের স্রষ্টা, একক এবং মহাপরাক্রমশালী। (সূরা রা'দ, ১৬)

১৬৭. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (অর্থ) তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে কোন শস্যকণা কিংবা তাজা বা শুষ্ক বস্তু সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৫৯)

১৬৮. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (অর্থ) আল্লাহ তা'আলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাকারা, ২৮৬)

১৬৯. মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ১/৩৩৯।

জটিল রহস্যময় বিষয় যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ।[১৭০]

তাকদীর সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখেছেন,

> অধুনা অনেকে বুঝিতে না পারিয়া তাকদীরে বিশ্বাস না রাখিয়া ঈমান হারাইতেছে। কেহ নির্বুদ্ধিতা বশত নিশ্চিতভাবে বলিতেছে, 'খোদাই যদি সব

১৭০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اذا ذكر القدر فامسكوا. (অর্থ) যখন তাকদীর বিষয়ে আলোচনা উঠবে তখন তোমরা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে চুপ করিয়ে দিবে। (মু'জামুত তাবারানী; হা.নং ১০৪৪৮)

والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين فرقة خلقهم للنعيم فضلا وفرقة للجحيم عدلا وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم لا تسلكه وأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلجه فأعاد السؤال فقال سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه (অর্থ) আর তাকদীর হলো আল্লাহ পাকের এক সুক্ষ্ম রহস্যময় বিষয়। নিকটবর্তী ফেরেশতা এবং প্রেরিত রাসূল– কেউ এর উপর পরিপূর্ণ অবগত নয়। তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা এবং আকল-বুদ্ধির মাপকাঠিতে সে সম্পর্কে বিতর্ক করা জায়েয নেই। ... এক ব্যক্তি হযরত আলী রাযি. কে বললো, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি উত্তরে বললেন, অন্ধকার পথ, এতে তুমি চলো না। আবার প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, গভীর সাগর, এতে তুমি ডুব দিও না। সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলো। তিনি উত্তর দিলেন, এটা আল্লাহর রহস্য, যা তোমার থেকে সুপ্ত আছে, তুমি তা অন্বেষণ করো না। (মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ১/২৪০)

লিখিয়া রাখিয়া থাকেন তবে আবার পাপ-পূণ্যই বা কেন? দোযখের শাস্তিই বা কেন?' তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আল্লাহ তা'আলাই যদি আদিতেই সবকিছুই জানিয়া রাখিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমাদের শক্তি তো আর লোপ পায় নাই। আমাদের তিনি ভালো-মন্দ বুঝিবার এবং করিবার শক্তি দান করিয়াছেন এবং ভালো করিবার, মন্দ না করিবার আদেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার হাতের গড়ান দাস, ঘরের পালিত চাকর, আমাদেরে যে আদেশ করিয়াছেন বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহা শিরোধার্য করিয়া থাকিব, তিনি কি লিখিয়া রাখিয়াছেন সে ভাবনায় আমাদের কি কাজ? ... প্রিয় পাঠক! তাকদীরের বিষয় লইয়া কখনো তর্ক-বিতর্ক করিবেন না।[১৭১]

১৭১. তা'লীমুদ্দীন; পৃষ্ঠা ৫, ৬।

বিবিধ আকীদা

১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এক রাতে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সাত আসমানসহ উর্ধ্বজগত ভ্রমণ করিয়েছেন। যাকে মি'রাজ বলে। এ মি'রাজ সত্য।[১৭২]

২. মুসলমান যখন আল্লাহ তা'আলাকে রাজি খুশি করার জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, দুনিয়ার মহাব্বত রাখে না এবং প্রতিটি কাজই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ (পায়রবী) করে তখন সে আল্লাহ পাকের বন্ধু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার এমন প্রিয় বান্দাকে ওলী বলে। কোন কোন ওলীকে আল্লাহ তা'আলা কাশ্‌ফ ও কারামত দান করে থাকেন। কিন্তু কাশ্‌ফ ও কারামতের উপর বুযুর্গীর ভিত্তি নয়। চোখের অগোচরের জিনিসকে দিলের চোখ দ্বারা দেখাকে কাশ্‌ফ বলে। কাশ্‌ফ কোন কোন সময় ভুলও হয়ে থাকে। অসাধারণ কোন কাজ কোন বুযুর্গের দ্বারা আল্লাহ

১৭২. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (অর্থ) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৭৪)

তা‘আলা দেখালে তাকে কারামত বলে। কিন্তু নিজে ইচ্ছা করে অসাধারণ কিছু দেখালে তাকে কারামত বলে না, তাকে ‘তাছাররুফ’ (স্বকৃত কৃত্রিম অলৌকিক কর্ম) বলে। কাশ্‌ফ ও ইলহাম যদি শরীয়তের মুতাবিক হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা পরিত্যাজ্য। অনেকে শরীয়তের জ্ঞান ছেড়ে শুধু কাশ্‌ফ, এলহাম বা স্বপ্নের উপর নির্ভর করে থাকে। এমনটি করা সম্পূর্ণ ভুল।[১৭৩]

৩. ওলী যত বড়ই হোক না কেন তিনি নবীর সমান কিছুতেই হতে পারেন না।[১৭৪]

৪. মানুষ যতই আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় হোক যতক্ষণ তার হুঁশ-জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ শরীয়তের অনুসারী (পাবন্দ) থাকা তার উপর ফরয। নামায-রোযা ইত্যাদির হুকুম তার জন্য কোন অবস্থাতেই রহিত বা শিথিল নয়। গাঁজা, শরাব বা নেশা খাওয়া, গানবাদ্য করা, পরস্ত্রী স্পর্শ করা বা দর্শন করা ইত্যাদি গুনাহের কাজ তার জন্য কোন অবস্থাতেই জায়েয হবে না।[১৭৫]

১৭৩. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (অর্থ) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা দিবেন। (সূরা মারয়াম, ৯৬)

১৭৪. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء (অর্থ) সালাফে সালেহীন এবং ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সকল নবী এমন সকল ওলীর উপর শ্রেষ্ঠ যারা নবী নন। (আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়াইশ শাইতান ১/৫০)

১৭৫. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على

৫. মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের অনুসারী (পাবন্দ) না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই আল্লাহর প্রিয় হতে পারবে না। যদি শরীয়ত ত্যাগকারী কোন ব্যক্তির দ্বারা অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কোন কাজ দেখা যায়, তা নিশ্চয়ই যাদু বা অন্য কোন শয়তানী ধোঁকা। এসব দেখে কিছুতেই ধোঁকায় পড়া যাবে না। খেলাফে শরা’ ফকীরদের (শরীয়তের খেলাপকারী ফকীরদের) কিছুতেই ভক্ত হবেন না।[১৭৬]

৬. প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান অবস্থায় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা হলেন সাহাবী। আল্লাহ তা‘আলা সাহাবীগণের ন্যায় ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের অনেক ফযীলত কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণ সবাই ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। সকল সাহাবীই আদিল তথা নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তকী, পরহেযগার,

الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا (অর্থ) নবীগণ এবং অন্যদের মাঝে একটি পার্থক্য হল এই যে, নবীগণ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তার সবগুলোর উপর ঈমান আনা আবশ্যক। তাঁরা যে সকল কাজের আদেশ দেন তাতে তাঁদের আনুগত্য করা অপরিহার্য। এর বিপরীতে ওলীগণের সকল আদেশে আনুগত্য করা এবং তাঁরা যে সকল বিষয়ের আদেশ এবং সংবাদ দেন সেগুলোকে প্রথমে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই করা হবে। যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত নয় সেগুলো গ্রহণীয়। আর যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হবে সেগুলো বর্জনীয়। (আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ও আউলিয়াইশ শাইতান ১/৪০)

১৭৬. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (অর্থ) তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমপ্রাপ্ত হও। (সূরা আলে ইমরান, ১৩২)

ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে প্রাধান্য দানকারী ছিলেন। কোন সাহাবীর সমালোচনা করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তানগণের প্রতি মহাব্বত রাখা এবং তাঁদের তা'যীম করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য।[১৭৭]

৭. কিয়ামতের পূর্বে লোকদের ঈমানের পরীক্ষা করার প্রচুর ক্ষমতা সম্পন্ন দাজ্জাল নামক এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। যার এক চোখ ট্যারা হবে, চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। হযরত ঈসা আ. আগমন করে তাকে হত্যা করবেন। এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে।[১৭৮]

৮. আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা সত্য জেনে নেয়া এবং মেনে নেয়া ব্যতীত ঈমান সঠিক হয় না। আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথাও অবিশ্বাস করলে কিংবা একটি কথার মধ্যে সন্দেহ করলে বা দোষ বের করলে অথবা একটি কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।[১৭৯]

১৭৭. آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ (অর্থ) তোমরা ঈমান আন যেভাবে মানুষ (সাহাবাগণ) ঈমান এনেছে। (সূরা বাকারা, ১৩)

১৭৮. সহীহ বুখারী; হা.নং ৩২৫৭।

১৭৯. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (অর্থ) তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা রহমপ্রাপ্ত হও। (সূরা আলে ইমরান, ১৩২)

এক নজরে ঈমানের ৭৭ শাখা

ঈমানের বহুসংখ্যক শাখা রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানের ৭৭টি পর্যন্ত শাখা আছে।[১৮০] এ শাখাগুলো বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ছড়ানো আছে। হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম আবূ বকর আল-বাইহাকী রহ. তার অমর গ্রন্থ শু'*আবুল ঈমান* এর মধ্যে ঈমানের এই ৭৭টি শাখাকে ৭৭টি অধ্যায়ে কুরআন-হাদীসের দলীল সমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলা ভাষায় ঈমান বিষয়ে সংকলিত কিতাবাদিতেও এই ৭৭ শাখার বিবরণ রয়েছে। সব কিতাবেই ৭৭ শাখার মূল আলোচনা প্রায় একই। তবে এগুলোর ধারাবিন্যাসে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্য হতে করাচির হযরত রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা মুফতী শাহ নূরুল আমীন দা.বা. এর ধারাবিন্যাসটি সহজবোধ্য হওয়ায় সে ধারাক্রমে ৭৭ শাখা উপস্থাপন করছি।

১৮০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের ৭০ এর অধিক অথবা ৬০ এর অধিক (কোন কোন বর্ণনায় ৭৭টি) শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হল, 'লা, ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা। আর সর্বনিম্ন হল, 'রাস্তা হতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫)

জিহ্বার সাথে সম্পৃক্ত ৭টি। তন্মধ্যে আবার করণীয় ৬টি। যথা-

১. কালিমায়ে তাইয়িবা পাঠ করা।[১৮১]

২. কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা।[১৮২]

৩. ইলমে দীন শিক্ষা করা।[১৮৩]

৪. অন্যকে ইলমে দীন শিক্ষা দেয়া।[১৮৪]

---

১৮১. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো কালিমা পাঠ করা এবং সর্বোনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়াক বস্তু সরিয়ে ফেলা। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫)

১৮২. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (অর্থ) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (সূরা জুমু'আ, ২)

১৮৩. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم (অর্থ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দীনে ইলম শিক্ষা করা সকল মুসলমানের জন্য ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২২৪)

১৮৪. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم ... فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم ... قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. (অর্থ) রাসূলে কারীম

৫. দু'আ করা।[১৮৫]

৬. যিকির, ইস্তিগফার, দু'আ-দুরূদ ও অন্যান্য তাসবীহাত আদায় করা।[১৮৬]

বর্জনীয় ১টি। যথা-

১. অনর্থক বা অন্যায় কথা বর্জন করা।[১৮৭]

কলব বা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ৩০টি। তন্মধ্যে ঈমান বিষয়ক ৯টি। যথা-

---

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আব্দে কায়েস গোত্রের কিছু লোক সাক্ষাত করতে এলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিছু কাজ করতে নির্দেশ করেন এবং কিছু কাজ বর্জন করতে বলেন। ...এবং সবশেষে একথাও বলে দেন, এসব আদেশ-নিষেধ তোমাদের আপন গোত্রের নিকট পৌঁছে দেয়া তোমাদের (ঈমানী) দায়িত্ব। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৭)

১৮৫. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট চায় না, মহান আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত হন। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৩৭৩)

১৮৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. (অর্থ) মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা আহযাব, ৪১-৪২)

১৮৭. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. (অর্থ) যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। (সূরা শূরা, ৩৭)

১. আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনা।[১৮৮]

২. আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য সবই তাঁর সৃষ্ট এ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা।[১৮৯]

৩. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।[১৯০]

---

১৮৮. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (অর্থ) তিনিই আল্লাহ তা‘আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহিমাময়। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা‘আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ২২-২৪)

১৮৯. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (অর্থ) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা বাকারা, ২৯)

১৯০. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (অর্থ) যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৩৮)

৪. নবী ও রাসূল আলাইহিস সালামগণের প্রতি ঈমান আনা।[১৯১]

৫. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।[১৯২]

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা।[১৯৩]

৭. কিয়ামত দিবস বা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা।[১৯৪]

---

১৯১. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (অর্থ) রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা, ২৮৫)

১৯২. প্রাগুক্ত।

১৯৩. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (অর্থ) বস্তুত যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না যমীনের এবং না আসমানের। না এরচে’ ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা ইউনুস, ৬১)

১৯৪. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (অর্থ) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা বাকারা, ৩)

৮. জান্নাতের প্রতি ঈমান আনা।[১৯৫]
৯. জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা।[১৯৬]

অন্তরের আমল ২১টি। তন্মধ্যে করণীয় ১৪টি। যথা-

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর মহব্বত।[১৯৭]

---

১৯৫. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (অর্থ) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা, ৮২)

১৯৬. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (অর্থ) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা, ৮১)

১৯৭. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (অর্থ) আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ যালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। (সূরা বাকারা, ১৬৫)

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (অর্থ) বলো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা, ২৪)

২. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীর মহব্বত।[১৯৮]

৩. আল্লাহর মহব্বতে কাউকে মহব্বত করা বা ঘৃণা করা।[১৯৯]

৪. ইখলাস।[২০০]

---

১৯৮. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (অর্থ) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যাবত না আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ থেকে প্রিয় না হই। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫)

১৯৯. عن أنس بن مالك قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا (অর্থ) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস যার মাঝে থাকবে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করবে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল যার কাছে অধিক প্রিয় অন্য সকল কিছু থেকে। কাউকে আল্লাহর জন্যে ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হতে রাজী কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করতে রাজী নয়। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫০০২)

২০০. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (অর্থ) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (সূরা বাইয়িনাহ, ৫)

৫. তওবা।[২০১]

৬. তাকওয়া।[২০২]

৭. রজা বা রহমতের আশা।[২০৩]

৮. শোকর।[২০৪]

---

২০১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (অর্থ) মুমিন সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো– আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে– যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহর নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। (সূরা তাহরীম, ৮)

২০২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (অর্থ) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা তাওবা, ১১৯)

২০৩. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (অর্থ) যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ। (সূরা বনী ইসরাঈল, ৫৭)

২০৪. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (অর্থ) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাঁর শোকর আদায় করো। (সূরা নাহল, ৭৮)

৯. সবর।[২০৫]

১০. ওয়াদা রক্ষা।[২০৬]

১১. তাওয়াক্কুল।[২০৭]

---

২০৫. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (অর্থ) হে মুমিন সকল! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা, ১৫৩)
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (অর্থ) তোমরা ধৈর্যের সাথে এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। (সূরা বাকারা, ৪৫)

২০৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (অর্থ) হে মুমিন সকল! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। (সূরা মায়িদা, ১)
عن أنس بن مالك قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه و سلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. (অর্থ) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো মজলিস হতো তিনি একথা বলতেনই, যার মধ্যে বিশ্বস্ততা ও সততা নেই তার ঈমান নেই এবং যার মাঝে ওয়াদা পূরণের গুণ নেই তার ধর্ম নেই। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১২৪০৬)

২০৭. ... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (অর্থ) যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।... (সূরা তালাক, ৩)
عن عمر بن الخطاب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا (অর্থ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা মহান আল্লাহ তা'আলার উপর যথাযথ ভরসা করতে পারতে তাহলে তিনি তোমাদের ঠিক পাখীর মতো করে লালন-পালন করতেন, যারা সকালে খালি পেটে বের হয় অতঃপর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৩৪৪)

১২. লজ্জা।[২০৮]

১৩. সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন।[২০৯]

১৪. আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্টি।[২১০]

বর্জনীয় ৭টি। যথা-

১. নৈরাশ্য।[২১১]

২. কিব্‌র বা অহঙ্কার।[২১২]

৩. হাসাদ বা বিদ্বেষ।[২১৩]

৪. কু-রাগ।[২১৪]

৫. কুধারণা।[২১৫]

৬. রিয়া বা লৌকিকতা।[২১৬]

৭. দুনিয়ার মোহ।[২১৭]

---

২০৮. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লজ্জা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫)

২০৯. الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله (অর্থ) সকল মাখলূক আল্লাহর পরিবারভুক্ত। আর আল্লাহর কাছে সবচে’ প্রিয় সে, যে তার পরিবারের সদস্যদের (সৃষ্টিকুলের) সাথে দয়া প্রদর্শন করে। (শু‘আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৭৪৪৮)

২১০. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (অর্থ) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা হাদীদ, ২২-২৩)

২১১. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (অর্থ) বলুন, হে আমার বান্দা সকল যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৫৩)

২১২. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষা দানা বরাবরও অহংকার আছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯১)

২১৩. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا (অর্থ) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা পরস্পর হাসাাদ বা বিদ্বেষ রেখোনা। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৫৯)

২১৪. প্রাগুক্ত।

২১৫. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم (অর্থ) মুমিন সকল! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। (সূরা হুজুরাত, ১২)

২১৬. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. (অর্থ) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে। (সূরা মাউন, ৪-৬)

২১৭. اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ... وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (অর্থ) তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। (সূরা হাদীদ, ২০)

অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত ৪০টি। তন্মধ্যে ব্যক্তিজীবনে ১৬টি। করণীয় ১৪টি। যথা-

১. পবিত্রতা অর্জন করা।[২১৮]

২. নামায আদায় (জামা'আতের সাথে) করা।[২১৯]

৩. যাকাত ও দান-সদকা প্রদান করা।[২২০]

---

২১৮. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الطهور شطر الإيمان...الخ (অর্থ) আবূ মালেক আল-আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ...। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৩)

২১৯. عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (অর্থ) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একজন মুসলমান এবং একজন কাফের ও মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হলো নামায। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৮২)

২২০. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (অর্থ) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো। (সূরা বাকারা, ৪৩)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام رمضان والحج (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর, একত্ববাদের স্বীকারোক্তি, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা...। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬)

৪. হজ্জ আদায় করা।[২২১]

৫. রোযা রাখা।[২২২]

৬. ই'তিকাফ করা।[২২৩]

৭. মানত পূরা করা।[২২৪]

---

২২১. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (অর্থ) আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। (সূরা আলে ইমরান, ৯৭)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام رمضان والحج (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর, একত্ববাদের স্বীকারোক্তি, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা...। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬)

২২২. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام رمضان والحج (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর, একত্ববাদের স্বীকারোক্তি, ...রমাযানুল মুবারকের রোযা রাখা, হজ্জ আদায় করা। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬)

২২৩. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (অর্থ) ...এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো। (সূরা বাকারা, ১২৫)

২২৪. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (অর্থ) তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (সূরা দাহ্‌র, ৭)

৮. কসম পূরা করা।[২২৫]

৯. কাফ্ফারা আদায় করা।[২২৬]

১০. সতর ঢেকে রাখা ও পর্দা করা।[২২৭]

১১. কুরবানী করা।[২২৮]

১২. মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া।[২২৯]

---

২২৫. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (অর্থ) আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে যামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নাহল, ৯১)

২২৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (অর্থ) মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। (সূরা মায়িদা, ১)

২২৭. عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ... (অর্থ) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো পুরুষ যেন কোনো পুরুষের সতর না দেখে। অনুরূপ কোনো নারী যেন অন্য নারীর সতরের দিকে না দেখে...। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৩৮)

২২৮. فصل لربك وانحر (অর্থ) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। (সূরা কাউসার, ২)

২২৯. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য পাঁচটি হক তথা প্রাপ্য রয়েছে, সালামের জবাব প্রদান করা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার নামাযে শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব প্রদান করা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১২৪০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১৬২)

১৩. ঋণ পরিশোধ করা।[২৩০]

১৪. সাক্ষ্য প্রদান করা।[২৩১]

বর্জনীয় ২টি। যথা-

১. গুনাহের স্থান ত্যাগ করা।[২৩২]

২. হারাম লেনদেন বর্জন করা।[২৩৩]

---

২৩০. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঋণ গ্রহণের পর পাওনা না দিয়ে ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা মারাত্মক গুনাহ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২২৮৭)

২৩১. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (অর্থ) তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা করা, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (সূরা বাকারা, ২৮৩)

২৩২. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (অর্থ) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। (সূরা নিসা, ১৪০)

২৩৩. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (অর্থ) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (সূরা বাকারা, ১৮৮)

পারিবারিক জীবনে ৬টি। যথা-

১. বিবাহ করা।[২৩৪]

২. অধীনস্তদের হক আদায় করা।[২৩৫]

৩. মাতা-পিতার হক আদায় করা।[২৩৬]

---

২৩৪. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني (অর্থ) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিবাহ-শাদী আমার আদর্শ। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার আদর্শ বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ১৮৪৬)

২৩৫. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (অর্থ) আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে। (সূরা নিসা, ৩৬)

২৩৬. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (অর্থ) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, ২৩, ২৪)

৪. অধীনস্তদেরকে দীন শেখানো।[২৩৭]

৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।[২৩৮]

৬. বড়দের আদব ও ছোটদের স্নেহ করা।[২৩৯]

---

২৩৭. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (অর্থ) মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা তাহরীম, ৬)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জেনে রাখো, তোমরা সকলেই দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৩৮)

২৩৮. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله (অর্থ) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ তা'আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত। আত্মীয়তার বন্ধন (বনী আদমকে লক্ষ্য করে) বলে, যে আমাকে মিলিয়ে রাখবে মহান আল্লাহ তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে রাখবেন। এবং যে তা ছিন্ন করবে মহান আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৫৫)

২৩৯. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا (অর্থ) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমার দল ভুক্ত নয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯২০)

সামাজিক জীবনে ১৮টি। তন্মধ্যে করণীয় ১৪টি। যথা-

১. ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।[২৪০]

২. হক জামাআতের অনুসরণ করা।[২৪১]

৩. কলহ-বিবাদ মীমাংসা করে দেয়া।[২৪২]

৪. নেক কাজে সহায়তা করা ও অন্যায় কাজে সহায়তা না করা।[২৪৩]

---

২৪০. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (অর্থ) আর যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (অর্থ) আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (সূরা নিসা, ৫৮)

২৪১. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (অর্থ) আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, ১০৩)

২৪২. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (অর্থ) আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা হুজুরাত, ৯)

২৪৩. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (অর্থ) সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহতা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা মায়িদা, ২)

৫. সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা।[২৪৪]

৬. হুদূদ বা দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করা।[২৪৫]

৭. জিহাদ করা।[২৪৬]

৮. আমানত রক্ষা করা।[২৪৭]

৯. অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করা।[২৪৮]

---

২৪৪. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (অর্থ) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান, ১১০)

২৪৫. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (অর্থ) ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর, ২)

২৪৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (অর্থ) হে ঈমানদার সকল! তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক্ আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা, ১২৩)

২৪৭. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। (সূরা নিসা, ৫৮)

২৪৮. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

১০. প্রতিবেশীর হক আদায় করা।[২৪৯]

১১. হালাল পন্থায় উপার্জন করা।[২৫০]

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (অর্থ) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার। (সূরা বাকারা, ১৭৭)

২৪৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জিবরীল আমিন আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এ পরিমাণ নসীহত করেছেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিলো যে, তাদেরকেও ওয়ারিস বানিয়ে দিবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬০১৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬২৫)

২৫০. عن ابي برزة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلا (অর্থ) হযরত আবূ বারযা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো আদম সন্তান এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না যাবৎ সে এ প্রশ্নগুলোর জবাব প্রদান করে যে, সে নিজের জীবন কোথায় অতিবাহিত করল। ইলম অনুযায়ী কতটুক আমল হলো। সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করল এবং কোথায় খরচ করল। এবং নিজের শরীর কোথায় নিঃশেষ করল। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪১৭)

১২. হালাল পন্থায় ব্যয় করা।[২৫১]

১৩. সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া।[২৫২]

১৪. হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।[২৫৩]

বর্জনীয় ৪টি। যথা-

১. হারাম উপার্জন বর্জন করা।[২৫৪]

---

২৫১. প্রাগুক্ত।

২৫২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (অর্থ) হে মুমিন সকল! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (সূরা নূর, ২৭)

২৫৩. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। এবং শ্রবণকারী তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২২৪)

২৫৪. عن ابي برزة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلا (অর্থ) হযরত আবূ বারযা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো আদম সন্তান এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না যাবৎ সে এ প্রশ্নগুলোর জবাব প্রদান করে যে, সে নিজের জীবন কোথায় অতিবাহিত করল। ইলম অনুযায়ী কতটুক আমল হলো। সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করল এবং কোথায় খরচ করল। এবং নিজের শরীর কোথায় নিঃশেষ করল। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪১৭)

২. অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।[২৫৫]

৩. খেল-তামাশা বর্জন করা।[২৫৬]

৪. রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।[২৫৭]

---

২৫৫. عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه (অর্থ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৪৮৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪১)

২৫৬. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه (অর্থ) হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাশা (এক জাতীয় খেলা) খেলে সে যেন তার হাতকে শুকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করল। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৬০)

২৫৭. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (অর্থ) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো কালিমা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়াক বস্তু সরিয়ে ফেলা। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫)

ভ্রান্ত আকীদা

সহীহ আকীদার বিপরীতে কিছু ভ্রান্ত আকীদা আছে, যে আকীদা পোষণ করলে অনেক ক্ষেত্রে ঈমানও চলে যায়। এজন্য প্রত্যেক মুমিনের জন্য সহীহ আকীদার সাথে সাথে ভ্রান্ত আকীদাসমূহও জানা আবশ্যক। নিম্নে এমন কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস, কর্ম ও প্রথা তুলে ধরা হল যেগুলোর কয়েকটি সরাসরি কুফরী, কোন কোনটি শিরক এবং কোন কোনটি বিদ'আত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ।

১. কুফর পছন্দ করা। কুফরী কোন কাজ করা বা কোন কুফরী কথা বলা। অন্যের দ্বারা কোন কুফরী কাজ করানো বা কুফরী কথা বলানো।[২৫৮]

কুফরের সংজ্ঞা : অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত শরীয়তের কোন বিধান সজ্ঞানে অস্বীকার করা। যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি।[২৫৯]

২. আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।[২৬০]

---

২৫৮. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (অর্থ) আর যে সকল লোক কুফুরী করেছে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারাই হলো জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে। (সূরা বাকারা, ৩৯)

২৫৯. واصطلاحا هو انكار ما علم من الدين بالضرورة. (আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৪১/১৮)

واما المعلوم من الدين بالضرورة مثل الصوم والصلاة. (ফাতাওয়া শামী ১/৩৭)

২৬০. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (অর্থ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করাকে মাফ করবেন না। এছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন। (সূরা নিসা, ৪৮)

৩. নিজের মুসলমান হওয়ার উপর আক্ষেপ করা। যেমন বলা যে, 'হায়! যদি মুসলমান না হতাম তাহলে উন্নতি করতাম কিংবা অমুক কাজ করতে পারতাম'। অন্য ধর্মকে ভালো ও ইসলামকে খারাপ মনে করা।[২৬১]

৪. ইসলাম ধর্মের কোন বিধানকে অস্বীকার করা বা কোন বিধান নিয়ে হাসি তামাশা করা। যেমন, টুপি-দাড়ি নিয়ে উপহাস করা। কোন আমলের সওয়াব বর্ণনা করলে বলা যে, 'এত সওয়াব রাখবি কোথায়(?)'। কোন আলেমকে 'কাঠমোল্লা' বলা বা অন্য কোন শব্দে গালি দেয়া।[২৬২]

৫. আল্লাহ তা'আলার উপর অভিযোগ করা। যেমন, সন্তান কিংবা প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে এমন বলা যে, 'আল্লাহ মারার জন্য কি দুনিয়াতে আর কাউকে পায়নি?', 'আল্লাহর এমন করা উচিত হয়নি' ইত্যাদি।[২৬৩]

৬. আল্লাহ তা'আলার বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাকে খারাপ মনে করা এবং তাতে দোষ-ত্রুটি বের করতে সচেষ্ট হওয়া।[২৬৪]

---

২৬১. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত *মুমিন ও মুনাফিক*; পৃষ্ঠা ২২, [মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা]।

২৬২. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (অর্থ) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। (সূরা তওবা, ৬৫, ৬৬)

২৬৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত মুমিন ও মুনাফিক; পৃষ্ঠা ২২, [মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা]।

২৬৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ২৩।

৭. কোন নবী, সাহাবী কিংবা ফেরেশতাকে ঘৃণা করা বা তুচ্ছ মনে করা।[২৬৫]

৮. কোন ওলী সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের সকল অবস্থা জানেন।[২৬৬]

৯. গণক কিংবা যার উপর জীনের আসর হয়েছে তার নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা বা হাত ইত্যাদি দেখিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা এবং তার উপর বিশ্বাস রাখা।[২৬৭]

১০. কোন পীর বা অন্য কাউকে দূর থেকে ডেকে মনে করা যে, তিনি আমার কথা শোনেন।[২৬৮]

---

২৬৫. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه (অর্থ) তোমরা আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। বস্তুত যে তাদেরকে ভালোবাসল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৮৬২)

২৬৬. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (অর্থ) বলে দিন, গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (সূরা ইউনুস, ২০)

২৬৭. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (অর্থ) যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেলো অতঃপর তার কথাকে সত্য বিশ্বাস করলো সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করলো। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৯৫০২)

২৬৮. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (অর্থ) যে কেউ আল্লাহর সাথ অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসেব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (সূরা মুমিনূন, ১১৭)

১১. কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাউকে লাভ-লোকসানের ক্ষমতার অধিকারী মনে করা।[২৬৯]

১২. কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাউকে কিংবা মাজারে সিজদা করা।[২৭০]

১৩. কারো নামে রোযা রাখা বা কারো নামে গরু-ছাগল ছেড়ে রাখা বা মাজারে মানত করা। কারো নামে জানোয়ার জবাই করা।[২৭১]

১৪. কা'বা শরীফের মত অন্য কোন স্থানকে তা'যীম করা। কোন মাজার, দরগাহ বা পীর-বুযুর্গের ঘরের চতুর্দিক তওয়াফ করা।[২৭২]

১৫. কারো সামনে সম্মানের জন্য মাথা নোয়ানো অথবা কারো সামনে সম্মানার্থে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা।[২৭৩]

---

২৬৯. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (অর্থ) আপনি বলুন, হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। (সূরা আলে ইমরান, ২৬)

২৭০. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (অর্থ) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না। (সূরা জিন, ১৮)

২৭১. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (অর্থ) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না। (সূরা জীন, ১৮)

২৭২. لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৫২৩০)

২৭৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত *তা'লীমুদ্দীন*; পৃষ্ঠা ১৯।

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর জাতী নূরের তৈরি বিশ্বাস করা।[২৭৪]

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলিমুল গায়েব বিশ্বাস করা।[২৭৫]

১৮. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করা।[২৭৬]

১৯. জীন-ভূতের আসর ছাড়ানোর জন্য তাদেরকে ভেট (নযরানা বা ভোগ) দেয়া।[২৭৭]

২০. পূজা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। কাউকে 'পরম পূজনীয়' লেখা।[২৭৮]

---

২৭৪. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (অর্থ) বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহ্‌ফ, ১১০)

২৭৫. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (অর্থ) বলে দিন, গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (সূরা ইউনুস, ২০)

২৭৬. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (অর্থ) আর কিছু কিছু তোমার আশপাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফিকীতে অনড়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। (সূরা তওবা, ১০১)

২৭৭. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত *মুমিন ও মুনাফিক*; পৃষ্ঠা ২৩, [মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা]।

২৭৮. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (অর্থ) আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর। (সূরা কাফিরূন, ২)
মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন কৃত *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*; পৃষ্ঠা ১৯০।

২১. কারো নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা, কারো নামে বাজুতে পয়সা বাঁধা, কারো নামে বা কোন মাজার থেকে আনীত সুতা গলায় বা হাতে বাঁধা, কারো নামে টিকি (চুল) রাখা ইত্যাদি।[২৭৯]

২২. আলী বখ্‌শ, হুসাইন বখ্‌শ, আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা।[২৮০]

২৩. পৃথিবীতে যা কিছু হয় সব নক্ষত্রের প্রভাবে হয় বা প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে যায় বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।[২৮১]

২৪. কোন মাস বা তারিখকে খারাপ বা অলক্ষুণে মনে করা।[২৮২]

২৫. কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপা। অনুরূপ কোন বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা এবং তার তা'যীম করা।[২৮৩]

---

২৭৯. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. (অর্থ) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট; নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরোজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। (সূরা ফুরক্বান, ৩, ৫৫)

২৮০. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত *তা'লীমুদ্দীন*; পৃষ্ঠা ১৯।

২৮১. মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন কৃত *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*; পৃষ্ঠা ১৮৯।

২৮২. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৭০৭।

২৮৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত *তা'লীমুদ্দীন*; পৃষ্ঠা ১৯।

২৬. এরূপ বলা যে, 'আল্লাহ রাসূল চাইলে এ কাজ হয়ে যাবে'। তথা আল্লাহর সাথে রাসূলকে শরীক করা।[২৮৪]

২৭. এরূপ বলা যে, 'উপরে খোদা নীচে আপনি'।[২৮৫]

২৮. কোন পীর-বুযুর্গের কাছে সন্তান বা এ জাতীয় অন্য কিছু চাওয়া।[২৮৬]

২৯. কোন জিনিস হতে কুলক্ষণ ধরা, বা কুযাত্রা মনে করা। যেমন, যাত্রার সময় কেউ হাঁচি দিলে কুযাত্রা মনে করা হয়।[২৮৭]

৩০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া বা অন্য কারো দোহাই দেয়া।[২৮৮]

৩১. 'কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রী কৃষ্ণ) মেলে না', জয়কালী নেগাহবান' ইত্যাদি বলা।[২৮৯]

৩২. আস্‌সালামু আলাইকুম না বলে 'নমস্কার' বলা।[২৯০]

---

২৮৪. প্রাগুক্ত।

২৮৫. প্রাগুক্ত।

২৮৬. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (অর্থ) কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (সূরা ফুরক্বান, ৬৯)

২৮৭. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৭০৭।

২৮৮. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (অর্থ) যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কুফরী করলো অথবা শিরক করলো। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫৩৫)

২৮৯. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত তা'লীমুদ্দীন; পৃষ্ঠা ১৯।

২৯০. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত মুমিন ও মুনাফিক; পৃষ্ঠা ২৫, [মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা]।

কতিপয় ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস

১. হযরত আবূ বকর ও উমর রাযি. কে বকা দেয়া।

২. আল্লাহর দীদার তথা সাক্ষাৎকে অসম্ভব মনে করা।

৩. আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির ন্যায় শরীর, হাত, পা, এবং চেহারা বিশিষ্ট মনে করা।

৪. অজ্ঞতাবসত ও স্বেচ্ছায় কুফুরী শব্দ উচ্চারণ করা।

৫. কাফের হয়ে যাওয়ার সংকল্প করা।

৬. অকাট্য হারামকে হালাল এবং অকাট্য হালালকে হারাম মনে করা।

৭. 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি না' বলে দম্ভোক্তি করা।

৮. 'সে যদি খোদাও হয় তবুও আমি তার থেকে আমার অধিকার আদায় করে ছাড়বো।' এ জাতীয় কথা-বার্তা বলা।

৯. 'স্বয়ং আল্লাহই তোর সাথে পারে না। আমি কি করে পারবো' বলা।

১০. কেউ মারা গেলে 'আল্লাহ তার মুখাপেক্ষী ছিল কিংবা আল্লাহ এদের উপর জুলুম করেছে' জাতীয় কথাবার্তা বলা।

১১. 'আমি সওয়াব ও আযাবের প্রতি অসন্তুষ্ট' বলা।

১২. সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা ফেরেশতাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করেছি।' বলা।

১৩. আল্লাহ ও তোমার পায়ের কসম বলে শপথ করা।

১৪. 'যদি আদম আ. গন্দম না খেতেন তাহলে আমরা কেউ দুর্ভাগা হতাম না' জাতীয় কথাবার্তা বলা।

১৫. 'সুন্নাত কি কাজে আসবে?' বলে দম্ভোক্তি করা।

১৬. নেক কাজ করাকে হাঙ্গামা বলে অভিহিত করা।

১৭. 'এত নামায পড়ে কি পেয়েছো' বলে নামাযের প্রতি তাচ্ছিল্য করা।

১৮. 'আমার কাছে আল্লাহর তুলনায় নারী জাতি অধিক প্রিয়' বলা।

১৯. খেল তামাশার কারণে 'নামায-রোযার সময় পাই না' বলা।

২০. মদ জুয়া যিনা ব্যাভিচার হালাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা।

২১. হারাম সম্পদ সদকা করে সওয়াবের নিয়ত করা।

২২. 'অর্থ কড়ির দরকার; ইলম আমল কোনো কাজে আসবে না' বলা।

২৩. বিসমিল্লাহ বলে মদ পান বা যিনা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।

২৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে পশু জবাই করা।

২৫. সত্যিকার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে কাফের বলা।

২৬. আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো নির্দেশকে খারাপ মনে করা এবং তাতে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা।

২৭. ফেরেশতা সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করা।

২৮. কারো মৃত্যুতে আল্লাহর উপর অভিযোগ করা।

২৯. সত্যপন্থী উলামায়ে কেরামকে দীনের ধারক-বাহক হওয়ার দরুণ গালি দেয়া বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

৩০. প্রকাশ্যে পাপ করে তার জন্য গর্ববোধ করা।

৩১. জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা।

৩২. গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদিকে মুক্তির পথ মনে করা।

৩৩. ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি হয়, কোনো ধর্মে না থাকা, কোনো ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা, কোনো ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা তবে এটা কুফুরী মতাদর্শ।

৩৪. ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা।

৩৫. ইসলামকে মসজিদ, মাদরাসা এবং ব্যক্তিগত জীবন ব্যবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ মনে করা।

৩৬. ইসলামের মত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মকে সত্য মনে করা।

৩৭. কোনো পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে আহ্বান করা এবং তিনি শুনতে পান বলে বিশ্বাস করা।

৩৮. কোনো পীর বুযুর্গের মাযারে গিয়ে সন্তান কিংবা কোনো উদ্দেশ্য কামনা করা।

৩৯. কোনো পীর বুযুর্গের নামে শিরনী, ছদকা বা মানত করা।

৪০. নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বাস করা বা তিথি পালন করা।

৪১. জ্যোতির্বিদ, গণক বা ঠাকুরের নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।

৪২. কোনো জিনিস দেখে কু-লক্ষণ বা কু-যাত্রা মনে করা।

৪৩. কোনো পীর বুযুর্গকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করা।

৪৪. ব্যারাম-পীড়ার ছুত লাগাকে বিশ্বাস করা।

৪৫. যাত্রা মুখে হাঁচি দেয়াকে কু-যাত্রা মনে করা।

বি.দ্র. উপরে যেসব বিষয়কে কুফুরী বা শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তা কারো মাঝে পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বা মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ কুফুর শিরকের মাঝে স্তরভিন্নতা রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফুর ও শিরক ভ্রষ্টতা এবং যার মাঝে এগুলো বিদ্যমান তাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য করা হবে। তবুও কুফুর শিরকের কোন্ স্তর কার মাঝে পাওয়া গেলে তাকে কাফের মুশরিক বলা যাবে তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফতীগণই নির্ণয় করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া জায়েয নেই। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের শরণাপন্ন হবে।[২৯১]

---

২৯১. সূরা শূরা, ১১, সূরা কিয়ামাহ, ২২, ২৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ১০৭, ৫৫৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬৩৩, রদ্দুল মুহতার ২/৪, ১৫০, ৪/৪৬৩, ৪৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭৯, ৫/৩৪৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ১/১৪১, ১৪৬, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ২৬৮ কিফায়াতুল মুফতী ১/৩২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/১০৬, ১০৮, ২০১, নিযামুল ফাতাওয়া ১/১৩৯, ১৮৯, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৬, ৮/১১৩, ১৯২, ফাতাওয়া উসমানী ১/৮৪, ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণবী; পৃষ্ঠা ৩৪, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২/২৬৬, বেহেশতী যেওর ১/৪০, ৪১।

কতিপয় বিদ‘আত ও কুপ্রথা

কোন মাজারে ধুমধামের সহিত মেলা মিলান, বাতি জ্বালানো, কবরের উপর চাদর দেয়া, ফুল দেয়া, কবর পাকা করা, কবরে গম্বুজ বানান এসব বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মাজারে নযরানা দেয়াও বিদ‘আত।

১. কবরে চুমু খাওয়া, সিজদা করা বা দরগায় ঘুরে বেড়ান। ‘আজমীর শরীফ’সহ বিভিন্ন মাজারকে মুসলমানদের তীর্থস্থান লিখা বা তীর্থ গমনের ন্যায় বিভিন্ন মাজারে গমন করা।[২৯২]

২. কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য শরীয়ত নির্ধারিত সীমার চেয়েও বেশি তা’যীম করা।

৩. বিধবা বিবাহকে দোষণীয় মনে করা। বিবাহ, আকীকা, মুসলমানী ইত্যাদিতে অযথা অপব্যয় করা এবং হিন্দুয়ানী প্রথা পালন করা। গান-বাদ্যের আয়োজন করা।

৪. কোন বুযুর্গের বংশধর বা মুরীদ হলে ‘তিনি তরাইয়া নিবেন’ বলে ইয়াকীন করা।

২৯২. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (অর্থ) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে ডেকো না। (সূরা জিন, ১৮)
(সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৪০৯)

৫. আস্‌সালামু আলাইকুম না বলে ‘আদাব’ বলা। আস্‌সালামু আলাইকুম বলতে লজ্জাবোধ করা।

৬. কোন জীব বা জিনিসকে অশুভ মনে করা। যেমন, পেঁচা ঘরে এলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে, বাটখারায় পা লাগলে বরকত থাকবে না, জাল ডিঙ্গালে জালে মাছ পড়বে না ইত্যাদি অলীক ধারণা মনে আনয়ন করা।

৭. শরীয়তের খেলাফ ঝাড়-ফুঁক বা তাবীয-তুমার করা।

৮. কেউ মারা গেলে তিজা (তিন দিনা), চল্লিশা বা কুলখানী পালন করা।

৯. কারো বংশের নিন্দা করা। কোন হালাল পেশাকে অবমাননাকর মনে করা। যেমন, মাছ বিক্রি, মজদুরী, জুতা সেলাই ইত্যাদি।

১০. বিয়ের সময় লজ্জায় নামায পর্যন্ত ত্যাগ করা।

১১. কারো শোকে চিৎকার করে ক্রন্দন করা বা বুক চাপড়ে বিলাপ করা।

১২. সন্তান জীবিত থাকার জন্য তার নাক, কান ছিদ্র করা।[২৯৩]

২৯৩. মুমিন ও মুনাফিক, তা’লীমুদ্দীন, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, আখতা ফিল আকীদাহ, আল আকীদাতুস সহীহা ওয়ামা ইউযাদ্দুহাসহ বিভিন্ন আরবী-বাংলা কিতাব থেকে সংগৃহীত।

মুফতী শাহ নূরুল আমীন দা.বা. সংকলিত

সমাজে ব্যাপক প্রচলিত কতিপয় কবীরা গুনাহ [২৯৪]

গুনাহ বর্জনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ পাকের ওলী ও প্রিয়পাত্র এবং জান্নাতের উপযুক্ত হয়।[২৯৫] আর গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে তার নাম হয়ে যায় ফাসেক বা অভিশপ্ত। তবে বান্দার জন্য সুবর্ণ সুযোগ হলো, কবীরা গুনাহ হতে খাঁটি দিলে তওবা করলে তার পূর্ব কৃত সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে আপন করে নেন।[২৯৬] অবশ্য 'হক্কুল ইবাদ' বিষয়ক গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বান্দার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেয়া। হাদীসে উযূ, নামায প্রভৃতি নেক আমলের মাধ্যমে সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা বা মাফীর জন্য ফযীলতসমূহ প্রাপ্তির শর্ত হলো, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় শুধু উযূ, নামায প্রভৃতির মাধ্যমে সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা বা মাফী হবে না। আর কবীরা গুনাহের সমূহ ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি তো থাকলই। কাজেই হিম্মত করে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক।[২৯৭] কবীরা গুনাহের সংখ্যা অনেক (প্রায় পাঁচশত)। তবে আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলিত কতিপয় গুনাহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

---

২৯৪. সংকলকের অনুমতিক্রমে ঈষৎ সংক্ষেপ করে উপস্থাপন করা হলো।
২৯৫. সূরা ইউনুস, ৬২, সূরা ইউনুস, ৩১
২৯৬. সূরা বাকারা, ২২২, সূরা নিসা, ১৪৬।
২৯৭. সূরা নিসা, ৩১।

১. শিরক করা। (আল্লাহ পাকের সাথে যে কোন প্রকার শিরক)[২৯৮]

এর সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও শিরিকের অন্তর্ভুক্ত-

(ক) নবীগণ আ. কে বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলিমুল গায়েব মনে করা।[২৯৯]

(খ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাযির-নাযির মনে করা।[৩০০]

(গ) কোন নবী আ. বা ওলীকে বান্দার প্রয়োজন পূরণকারী বা বিপদ নিরসনকারী মনে করা।[৩০১]

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে বা কবরে সিজদা করা।[৩০২]

(ঙ) কবর পাকা করা, কবরে ফুল দেয়া বা বিশেষ দিনে বাতি জ্বালানো।[৩০৩]

(চ) জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা (বরং এটা বিশ্বাস করা যে, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা)।[৩০৪]

২. আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করা। যেমন-

(ক) পরকালের কোন বিষয়কে অস্বীকার করা।[৩০৫]

---

২৯৮. সূরা নিসা, ১১৬।
২৯৯. সূরা নামল, ৬৫, সূরা আন'আম, ৫০, ৫৯।
৩০০. সূরা কাসাস, ৪৪।
৩০১. সূরা আ'রাফ, ১৮৮।
৩০২. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩২৩৬, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৩০।
৩০৩. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩২২৫, ৩২৩৬, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৬৫, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/৩৯৬।
৩০৪. সূরা বাকারা, ১৬৫।
৩০৫. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৮।

(খ) তাকদীরকে অস্বীকার করা বা তাকদীরে ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।[৩০৬]

(গ) শরীয়তের কোন বিষয় বা আমলকে অবজ্ঞা করা।[৩০৭]

(ঘ) কেউ যদি বলে যে, 'সে যদি খোদাও হয় তবুও তার কাছ থেকে আমি আমার হক আদায় করে ছাড়বো'।

'স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তোর সাথে পারে না; আমি কি করে পারবো?'

'আমার জন্য আসমানে আছেন আল্লাহ, আর যমীনে তুমি'। অর্থাৎ 'উপরে আল্লাহ নিচে হিল্লা'।

যদি কেউ অন্যের উপর জুলুম করে এবং মাজলূম ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো না; যদি তুমি কবুল করেও নাও, আমি কিন্তু কবুল করব না'।

'রিযিক আল্লাহর নিকট; কিন্তু বান্দার নিকট থেকে তা তালাশ করে নিতে হবে'।

'যদি আদম আ. গন্দম না খেতেন, তাহলে আমরা কেউই দুর্ভাগা হতাম না'।

কারো কথা 'নখ কাটা সুন্নাত' এর জবাবে যদি কেউ বলে, 'সুন্নাত কি কাজে আসবে?' অথবা 'সুন্নাত তাতে কি হয়েছে?' কিংবা 'রাখো তোমার সুন্নাত' এ জাতীয় কথা বলা।

কারো কথা 'শরীয়তের হুকুম এরূপ' এর জবাবে কেউ গর্জে উঠে বলল, 'শরীয়তের হুকুম এরূপ!'।

যদি একজন অন্যজনকে বলে, 'তুমি গায়েবের খবর জানো?' অন্যজন বলল, 'হ্যাঁ, জানি'।

কেউ নিজেকে মুসলমান বলায় অন্য কেউ তার জবাবে বলল, 'তোমার ও তোমার মুসলমানীর উপর অভিশাপ'।

---

৩০৬. মিরকাতুল মাফাতীহ ১/২৪০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৮।
৩০৭. আদ্দুররুল মুখতার ৫/৪৭৪।

কাউকে নামায পড়তে বললে সে বলল, 'এত নামায পড়ে কি পেয়েছো?' বা 'এত নামায পড়ে কি হবে?' অথবা 'আমি কতো নামায পড়েই; কি পেয়েছি?'।

উপরোক্ত এগারোটি কথার কোন একটি বললে তার কুফরী গুনাহ হবে।[৩০৮]

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস না করা।[৩০৯]

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাশার বা পবিত্র মাটির তৈরি মনে না করা।[৩১০]

৫. (ক) নবী-রাসূলগণকে মা'সূম বা নিষ্পাপ মনে না করা।[৩১১]

(খ) যে কোন নবী আ. কে দায়িত্ব পালনে ত্রুটিকারী মনে করা।[৩১২]

৬. সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে 'আদেল' বা ন্যায়পরায়ণ ও পরিপূর্ণ ঈমানের অনুসরণীয় বা 'সত্যের মাপকাঠি' বলে বিশ্বাস না করা।[৩১৩]

৭. সাহাবায়ে কেরামের কারো সমালোচনা করা বা গালি দেয়া অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদীন তথা হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী রাযি. থেকে শুরু করে বিশেষ করে কাতিবে ওহী ও প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৩০৮. মা-লা-বুদ্দা মিনহু; পৃষ্ঠা ১২৯।
৩০৯. সূরা আহযাব, ৪০, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৫৪১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩৪৫।
৩১০. সূরা কাহ্ফ, ১১০, সূরা বনী ইসরাঈল, ৯৪, ১১০, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ; পৃষ্ঠা ৫৭৯, ৫৮৬।
৩১১. সূরা আলে ইমরান, ৩১, সূরা আহযাব, ২১।
৩১২. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৪/১৩২, সূরা ইউনুস, ৯৮।
৩১৩. সূরা বাকারা, ১৩, ১৩৭।

ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. এর আপন ভাই হযরত মু‘আবিয়া রাযি. সহ যে কোন সাহাবীর সমালোচনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।[৩১৪]

৮. হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিদ্বেষ ভাবপোষণ করা।[৩১৫]

বি.দ্র. উপরোক্ত আটটি গুনাহ শুধু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত তাই নয়; বরং ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত’ এর অন্তর্ভুক্ত থাকা, না থাকার সাথে সম্পৃক্ত।

৯. (ক) পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া ও ধমক দেয়া।[৩১৬]

(খ) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।[৩১৭]

(গ) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা বা প্রয়োজন পূরা না করা।[৩১৮]

১০. পার্থিব মনমালিন্যের কারণে পরস্পর তিন দিনের বেশি (ইচ্ছাকৃতভাবে) কথা বন্ধ করা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা।[৩১৯]

১১. (ক) জিনা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।[৩২০]

(খ) সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। অর্থাৎ পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারীতে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া।[৩২১]

১২. হস্তমৈথুন করা বা পুরুষ কর্তৃক নারী (স্ত্রী) ব্যতীত বা নারী কর্তৃক পুরুষ (স্বামী) ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় বীর্যপাত ঘটান।[৩২২]

---

৩১৪. সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৫০, ৩৬৭৩।
৩১৫. সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৫০২।
৩১৬. সূরা বনী ইসরাঈল, ৮২৩।
৩১৭. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৭৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৯৩।
৩১৮. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৭২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৬০।
৩১৯. সহীহ বুখারী; হা.নং ৬০৬৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৫৯।
৩২০. সূরা নূর, ২।
৩২১. সূরা আনকাবূত, ২৮।
৩২২. সূরা মা‘আরিজ, ২৯-৩১।

১৩. পশুর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া।[৩২৩]

১৪. হায়েয-নিফাস অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা বা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা।[৩২৪]

১৫. কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ চুরি করা, আত্মসাৎ করা বা কারো কোন মাল বা জিনিস বিনা অনুমতিতে নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে ফেরত না দেয়া।[৩২৫]

১৬. ডাকাতী, ছিনতাই কিংবা চাঁদাবাজী করা।[৩২৬]

১৭. অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করা বা মৃত্যুর হুমকি দেয়া।[৩২৭]

১৮. মিথ্যা অপবাদ দেয়া।[৩২৮]

১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা কসম খাওয়া।[৩২৯]

২০. আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাওয়া।[৩৩০]

২১. মিথ্যা কথা বলা।[৩৩১]

২২. গীবত বা পরনিন্দা করা ও শোনা।[৩৩২]

২৩. চোগলখুরী করা।[৩৩৩]

২৪. কাউকে অভিশাপ দেয়া।[৩৩৪]

২৫. কোন মুসলমানকে গালী দেয়া।[৩৩৫]

---

৩২৩. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৪৬৬।
৩২৪. সূরা বাকারা, ২২২।
৩২৫. সূরা মায়িদা, ৩৮।
৩২৬. সূরা আনকাবূত, ২৯।
৩২৭. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩৩।
৩২৮. সূরা মুমতাহিনা, ১২।
৩২৯. সূরা হুজুরাত, ৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৭৬, ৬৬৭৫।
৩৩০. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫৩৫।
৩৩১. সূরা আলে ইমরান, ৬১, সূরা মুমিন, ২৮।
৩৩২. সূরা হুজুরাত, ১২।
৩৩৩. সূরা কলাম, ১১।
৩৩৪. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৭৬।
৩৩৫. সূরা আন‘আম, ১০৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৭০৭৬।

২৬. কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা।[৩৩৬]

২৭. কারো সম্মান নষ্ট করা।[৩৩৭]

২৮. কারো ওয়ারিসী ফাঁকী দেয়া।[৩৩৮]

২৯. কারো দোষ তালাশ করা বা পিছনে লাগা।[৩৩৯]

৩০. কারো প্রতি কুধারণা করা বা বিনা কারণে কাউকে দোষারোপ করা।[৩৪০]

৩১. কাউকে মন্দ (যথা কানা, ট্যারা, লেংড়া, বেটে, মটকু, প্রভৃতি) নামে ডাকা।[৩৪১]

৩২. কুদৃষ্টি করা। অর্থাৎ নারী-পুরুষ একে অপরের দিকে ও দাড়ীবিহীন বালকদের দিকে কামভাবের সাথে দৃষ্টি করা। অনুরূপভাবে কোন অশ্লীল ছবি দেখা।[৩৪২]

৩৩. কামভাবের সাথে নারী-পুরুষ একে অপরকে স্পর্শ করা।[৩৪৩]

৩৪. নারী কর্তৃক পরপুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া।[৩৪৪]

৩৫. পরনারী ও পরপুরুষ পরস্পরে কামভাব নিয়ে কথা বলা।[৩৪৫]

৩৬. যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা বা সেখানে বেপর্দাভাবে পড়ালেখা করা।[৩৪৬]

---

৩৩৬. সূরা ইবরাহীম, ৪২-৪৫, সূরা শূরা, ৪২, সূরা শু'আরা, ২২৭।
৩৩৭. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৩১।
৩৩৮. সূরা বনী ইসরাঈল, ২৬।
৩৩৯. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৬৩।
৩৪০. সূরা হুজুরাত, ১২।
৩৪১. সূরা হুজুরাত, ১১।
৩৪২. সূরা নূর, ৩০-৩১।
৩৪৩. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২।
৩৪৪. সূরা নূর, ৩১।
৩৪৫. সূরা আহযাব, ৩২।
৩৪৬. সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২, সূরা নূর, ৩১।

৩৭. কাউকে কোন উপকার করে খোটা দেয়া।[৩৪৭]

৩৮. তাচ্ছিল্যের সাথে কারো প্রতি বিদ্রূপ করে হাসা।[৩৪৮]

৩৯. ধোঁকা দেয়া বা প্রতারণা করা।[৩৪৯]

৪০. কাউকে তার অতীত গুনাহের উপর লজ্জা দেয়া।[৩৫০]

৪১. অহঙ্কার করা বা নিজের থেকে কাউকে ছোট মনে করা।[৩৫১]

৪২. নিজেকে উত্তম, ভালো ও আল্লাহ পাকের নিকট মাকবূল মনে করা এবং অন্যকে অনুত্তম মনে করা।[৩৫২]

৪৩. অন্যায় বা পাপকে ঘৃণা না করা।[৩৫৩]

৪৪. অন্তরে কারো প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করা।[৩৫৪]

৪৫. ক্রোধ বা রাগ করা (আপন স্বার্থে)। তবে দীনী স্বার্থে ক্রোধ বৈধ; ক্ষেত্রবিশেষে জরুরী।[৩৫৫]

৪৬. কারো ক্ষতি কামনা করা।[৩৫৬]

৪৭. রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও কারো প্রসংশা পাওয়ার জন্য কোন ইবাদত করা।[৩৫৭]

৪৮. বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা না করা বা বেয়াদবী করা এবং ছোটদের স্নেহ না করা।[৩৫৮]

---

৩৪৭. সূরা হুজুরাত, ১১।
৩৪৮. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯২৭।
৩৪৯. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৪।
৩৫০. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২০৩২।
৩৫১. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯১।
৩৫২. সূরা নাজম, ৩২।
৩৫৩. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৯।
৩৫৪. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৬৩।
৩৫৫. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৭৮৬।
৩৫৬. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৯০৫।
৩৫৭. সূরা কাহ্ফ, ১১০।
৩৫৮. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯১৯।

৪৯. স্বামীর অবাধ্য হওয়া।[৩৫৯]

৫০. স্ত্রীর উপর জুলুম করা।[৩৬০]

৫১. একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেয়া।[৩৬১]

৫২. একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ বা সমতা রক্ষা না করা।[৩৬২]

৫৩. যৌতুক দাবী করা বা গ্রহণ করা।[৩৬৩]

৫৪. ঘুষ খাওয়া বা ঘুষ দেয়া ও ঘুষের কাজে সহায়তা করা।[৩৬৪]

৫৫. সুদ গ্রহণ বা প্রদান করা।[৩৬৫]

৫৬. সুদের চুক্তিপত্র লেখা বা সুদী কায়-কারবারে চাকুরী করা।[৩৬৬]

৫৭. সুদের সাক্ষী হওয়া।[৩৬৭]

৫৮. লটারীর টিকিট ক্রয়-বিক্রয় এবং তার পুরস্কার গ্রহণ করা।[৩৬৮]

৫৯. আমানতের খেয়ানত করা।[৩৬৯]

৬০. ওয়াদা ভঙ্গ করা বা বিশ্বাসঘাতকতা করা।[৩৭০]

---

৩৫৯. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৯৩।
৩৬০. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২১৪৪।
৩৬১. সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪১৩।
৩৬২. সূরা নিসা, ৩।
৩৬৩. সূরা বাকারা, ১৮৮।
৩৬৪. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৩৩৬।
৩৬৫. সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৮।
৩৬৬. সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৮।
৩৬৭. সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৮।
৩৬৮. সূরা মায়িদা, ৯০।
৩৬৯. সূরা আনফাল, ২৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩।
৩৭০. সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩, ৩৪।

৬১. সত্য সাক্ষ্য গোপন করা।[৩৭১]

৬২. (ক) বিনা ওযরে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, (খ) বিতর নামায, (গ) দুই ঈদের নামায ও (ঘ) জানাযার ফরযে কিফায়া নামায ছেড়ে দেয়া। (ঙ) জামাআতে নামায আদায় না করা (পুরুষের জন্য)।[৩৭২]

৬৩. নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।[৩৭৩]

৬৪. বিনা ওযরে রমাযানের রোযা না রাখা বা রেখে ভঙ্গ করা।[৩৭৪]

৬৫. যাকাত (ফরয হলে) আদায় না করা।[৩৭৫]

৬৬. কুরবানী ও সদকাতুল ফিতর (ওয়াজিব হলে) আদায় না করা বা কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করে তদমূল্য নিজে গ্রহণ করা।[৩৭৬]

৬৭. হজ্জ (ফরয হলে) আদায় না করা বা গাফলতি করে আদায় করতে বিলম্ব করা।[৩৭৭]

৬৮. (ক) বৈধ মানত পূরণ না করা।[৩৭৮]

(খ) নাজায়েয স্থানে মানত করা।[৩৭৯]

৬৯. নামায, রোযা প্রভৃতির কাযা-কাফ্ফারা আদায় না করা।[৩৮০]

---

৩৭১. সূরা বাকারা, ১৪০।
৩৭২. সূরা বাকারা, ৪৩, সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৮।
৩৭৩. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১০।
৩৭৪. সূরা বাকারা, ১৮৩, ১৮৫।
৩৭৫. সূরা মুয্যাম্মিল, ২০, সূরা বাকারা, ৪৩।
৩৭৬. মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮২৭৩।
৩৭৭. সূরা আলে ইমরান, ৯৭।
৩৭৮. সূরা হজ্জ, ২৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৭০০।
৩৭৯. সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৭০০।
৩৮০. সূরা বাকারা, ১৮৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৩৫৭৪।

৭০. মুসলমানকে কাফির বা 'হে আল্লাহর দুশমন' বলা।[৩৮১]

৭১. মদ বা নেশাজাত দ্রব্য পান করা।[৩৮২]

৭২. জুয়া, দাবা, হারাম খেলা ও হারাম তামাশায় লিপ্ত হওয়া।[৩৮৩]

৭৩. (ক) মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরি করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা।[৩৮৪]

(খ) কোন প্রাণীর ছবি তোলা বা অঙ্কন করা।[৩৮৫]

৭৪. (ক) পুরুষ হয়ে নারীর এবং নারী হয়ে পুরুষের ছবি দেখা। চাই টিভি, ভিসিআর, ইন্টারনেট প্রভৃতিতে হোক বা অন্যত্র হোক।[৩৮৬]

(খ) টিভি, ভিসিআর, ভিডিও ক্যামেরা (জীবের ছবি ভিডিও করার উদ্দেশ্যে) প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং ঘরে রাখা ও দেখা।[৩৮৭]

(গ) সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা বা পরিচালনা করা ও সিনেমা দেখা।[৩৮৮]

(ঘ) নাট্য ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা বা দেখা।[৩৮৯]

(ঙ) পতিতালয় বানানো বা তার সহযোগিতা করা।[৩৯০]

৭৫. (ক) গান-বাদ্য করা বা শোনা।[৩৯১]

৩৮১. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৪।
৩৮২. সূরা মায়িদা, ৯০।
৩৮৩. সূরা মায়িদা, ৯০।
৩৮৪. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৬২।
৩৮৫. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৬৪০।
৩৮৬. শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৭৭৮৮।
৩৮৭. সূরা লুকমান, ৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৩০।
৩৮৮. সূরা মায়িদা, ২।
৩৮৯. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৯৮৬।
৩৯০. সূরা মায়িদা, ২।
৩৯১. আবূ দাউদ; হা.নং ৪৯২৯।

(খ) গান বা নৃত্য শিক্ষা করা বা দেয়া।[৩৯২]

৭৬. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অসহায় লোকের সাহায্য না করা।[৩৯৩]

৭৭. কারো প্রাপ্য হক বা পাওয়া না দেয়া।[৩৯৪]

৭৮. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে বিলম্ব করা।[৩৯৫]

৭৯. সুস্থ সবল হয়েও ভিক্ষা করা।[৩৯৬]

৮০. পুরুষ কর্তৃক টাখনুর নিচে কাপড় (প্যান্ট, পাজামা ও লুঙ্গী) পরিধান করা।[৩৯৭]

৮১. পুরুষ কর্তৃক নারীদের এবং নারী কর্তৃক পুরুষদের আকৃতি ধারণ করা বা তাদের পোশাক ও বেশ-ভূষা গ্রহণ করা।[৩৯৮]

৮২. এমন পোশাক পরিধান করা যার দ্বারা সতর (ঢেকে রাখা ফরয এমন কোন অঙ্গ) প্রকাশ পেয়ে যায়।[৩৯৯]

৮৩. নারীদের শরীরের ও পুরুষের সতরের গঠন প্রকাশ পায় এমন পাতলা বা টাইটফিট কাপড় পরিধান করা।[৪০০]

৮৪. জিহাদ বা অনুরূপ কোন যথাযথ প্রয়োজন ব্যতীত দাড়িতে বা চুলে কালো খেজাব ব্যবহার করা।[৪০১]

৮৫. দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টি হওয়ার পূর্বেই ছেটে ফেলা।[৪০২]

৩৯২. আবূ দাউদ; হা.নং ৪৯২৯।
৩৯৩. সূরা বনী ইসরাঈল, ২৬।
৩৯৪. সূরা বনী ইসরাঈল, ২৬।
৩৯৫. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৩৪৫।
৩৯৬. সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪৭০, ১৪৭৪।
৩৯৭. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৭৮৭।
৩৯৮. সূরা আহযাব, ৩৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৯৭।
৩৯৯. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৩৭৩।
৪০০. সূরা আহযাব, ৩৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৫১০।
৪০১. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১০২।
৪০২. সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৯।

৮৬. নারীদের মাথার চুল কেটে মডেলিং করা।[৪০৩]

৮৭. বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দেয়া।[৪০৪]

৮৮. পণ্যে ভেজাল দেয়া বা খরিদ্দারকে ধোঁকা দেয়া কিংবা পণ্যের দোষ গোপন করা।[৪০৫]

৮৯. শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেয়ার ক্ষেত্রে টালমাটাল করা।[৪০৬]

৯০. অন্যায় বিচার করা বা বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা।[৪০৭]

৯১. দুর্ভিক্ষ বা সঙ্কটের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য অধিক মূল্য লাভের আশায় গুদামজাত করা।[৪০৮]

৯২. জ্যোতিষী বা গণকের নিকট যাওয়া বা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা।[৪০৯]

৯৩. জাদু-টোনা করা।[৪১০]

৯৪. প্রিয়জনদের মৃত্যুতে শরীয়ত পরিপন্থী শব্দ উচ্চারণ পূর্বক বিলাপ/চিৎকার করে ক্রন্দন করা।[৪১১]

৯৫. অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা বা উঁকি মেরে দেখা।[৪১২]

৯৬. ফরয বা জরুরী পরিমাণ ইলম অর্জন না করা।[৪১৩]

৯৭. ইলম অনুযায়ী আমল না করা।[৪১৪]

---

৪০৩. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৮৫।
৪০৪. সূরা রাহমান, ৯।
৪০৫. সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০২।
৪০৬. সহীহ বুখারী; হা.নং ২১৬৬।
৪০৭. সূরা নাহ্‌ল, ৭৬।
৪০৮. শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ১১২১৩।
৪০৯. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৯৪৯।
৪১০. সহীহ বুখারী; হা.নং ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৫।
৪১১. সহীহ বুখারী; হা.নং ১২৯৭।
৪১২. সূরা নূর, ২৭।
৪১৩. সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২২৪।
৪১৪. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৪১৭।

৯৮. নিজ স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ইলম এবং আদব শিক্ষার ব্যবস্থা না করা।[৪১৫]

৯৯. আপন স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে শরীয়তের বিপরীতে চলতে সুযোগ দেয়া বা শিথিলতা প্রদর্শন করা।[৪১৬]

১০০. কুরআনে কারীম শিখে ভুলে যাওয়া।[৪১৭]

১০১. জিহাদ ফরয হলে জিহাদে অংশগ্রহণ না করা বা জিহাদের ময়দান এবং দীনী খিদমত থেকে পলায়ন করা।[৪১৮]

১০২. অন্যায় ও গুনাহের কাজে সমর্থন, সহায়তা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।[৪১৯]

১০৩. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদান না করা।[৪২০]

১০৪. (ক) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন না করা।[৪২১]

(খ) সৎ ও আমানতদার, যোগ্য লোকের পরিবর্তে অসৎ, খেয়ানতকারী, অযোগ্য লোককে (আত্মীয়তা বা অন্য কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে) নির্বাচিত করা।[৪২২]

১০৫. কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া।[৪২৩]

১০৬. আত্মহত্যা করা।[৪২৪]

---

৪১৫. সূরা তাহরীম, ৬।
৪১৬. সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১৩৮।
৪১৭. মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২৮১০।
৪১৮. সূরা আনফাল, ১৫, ১৬, ৩৯।
৪১৯. সূরা মায়িদা, ৪২।
৪২০. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৮।
৪২১. সূরা মায়িদা, ৪৪, ৪৫।
৪২২. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২২১০।
৪২৩. সহীহ বুখারী; হা.নং ৯।
৪২৪. সূরা নিসা, ২৯-৩০।

১০৭. সন্তান প্রজনন বন্ধের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা সন্তান নষ্ট করা।[৪২৫]

১০৮. জমির সীমানা বা আইল ভেঙ্গে সীমানা পরিবর্তন করে অন্যের জমি গোপনে দখল করা।[৪২৬]

১০৯. সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা।[৪২৭]

১১০. প্রমোদবালার পেশা গ্রহণ করা।[৪২৮]

১১১. বিজাতীয় প্রথা বা পার্বন পালন করা।[৪২৯]

১১২. কবরে বা বিশেষ কোন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়া বা বাতি জ্বালানো ও সাজসজ্জা করা।[৪৩০]

১১৩. পেশাব থেকে ভালোভাবে পাক-সাফ না হওয়া।[৪৩১]

১১৪. পুরুষের জন্য স্বর্ণের বা কোন ধাতব পদার্থের আংটি বা অন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা (তবে চার আনা পরিমাণ রৌপ্য নির্মিত আংটি ব্যবহার বৈধ)।[৪৩২]

১১৫. পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা।[৪৩৩]

১১৬. নারীদের জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে পরপুরুষের চলাচলের স্থানে আসা।[৪৩৪]

১১৭. মেহমানের খাতির, আদর-যত্ন ও অভ্যর্থনা না করা।[৪৩৫]

---

৪২৫. আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৪৭-৩৫৩।
৪২৬. সহীহ বুখারী; হা.নং ৩১৯৮।
৪২৭. সূরা নূর, ৩১, সূরা আ'রাফ, ২৬।
৪২৮. সূরা নিসা, ২৯।
৪২৯. সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৯৫।
৪৩০. মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৩০।
৪৩১. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২০।
৪৩২. সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৫৬০।
৪৩৩. সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫১১।
৪৩৪. সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫১২৬।
৪৩৫. সহীহ বুখারী; হা.নং ৬০১৮।

১১৮. বিনা দাওয়াতে আহার করা।[৪৩৬]

১১৯. কোন বিদ'আত ও বদ-রুসূম চালু করা বা পালন করা।[৪৩৭]

১২০. কোন বিদ'আতীকে সম্মান করা।[৪৩৮]

১২১. জাল হাদীস বর্ণনা করা।[৪৩৯]

১২২. দুনিয়া অর্জনের জন্য ইলমে দীন শিক্ষা করা।[৪৪০]

১২৩. ইমামতি, মুআযযিনী ও দীন শিক্ষা দেয়া ব্যতীত অন্য কোন নেক আমল করে (যেমন কুরআন তিলাওয়াত বা দু'আ-দুরূদ পাঠ করে) তার বিনিময় দেয়া বা গ্রহণ করা।[৪৪১]

১২৪. মৃত ব্যক্তি উপলক্ষে প্রচলিত খানার আয়োজন করা, কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আখানি করে বিনিময় গ্রহণ করা বা দেয়া এবং দাওযাত খাওয়া।[৪৪২]

১২৫. খাতনা না করা।[৪৪৩]

১২৬. কোন হারাম ও মাকরূহে তাহরীমী কাজে লিপ্ত হওয়া।[৪৪৪]

১২৭. সগীরা গুনাহ বারংবার করাও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কবীরা গুনাহের সমান অপরাধে অপরাধী হতে হয়।

---

৪৩৬. সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৬২২।
৪৩৭. মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৯২২৫।
৪৩৮. সুনানে বাইহাকী; হা.নং ৯৪৬৪।
৪৩৯. সহীহ বুখারী; হা.নং ১০৭।
৪৪০. সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৬৪।
৪৪১. সূরা বাকারা, ৪১।
৪৪২. আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৫৫, ৩৭৫।
৪৪৩. কিতাবুল ঈমান; পৃষ্ঠা ১০২।
৪৪৪. সূরা আন'আম, ১২০, সূরা হাশর, ৭।

গ্রন্থপঞ্জি

- *আল-কুরআনুল কারীম*
- *সহীহ বুখারী*, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, মৃত্যু ২৫৬ হি.
- *সহীহ মুসলিম*, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, মৃত্যু ২৬১ হি.
- *সুনানে আবূ দাউদ*, সুলাইমান ইবনে আশ‘আছ আস-সিজিস্তানী, মৃত্যু ২৭৫ হি.
- *সুনানে তিরমিযী*, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, মৃত্যু ২৭৯ হি.
- *সুনানে নাসায়ী*, আহমাদ ইবনে শু‘আইব আন-নাসায়ী, মৃত্যু ৩০৩ হি.
- *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কসবীনী, মৃত্যু ২৭৩ হি.
- *মুসনাদে আহমাদ*, আহমাদ ইবনে হাম্বল, মৃত্যু ২৪১ হি.
- *শু‘আবুল ঈমান*, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী, মৃত্যু ৪৫৮ হি.
- *সুনানে কুবরা*, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী, মৃত্যু ৪৫৮ হি.
- *আল-মু‘জামুল কাবীর*, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আত-তবারানী, মৃত্যু ৩৬০ হি.
- *তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন*, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মৃত্যু ১৩৯৬ হি.
- *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, মোল্লা আলী আল-কারী, মৃত্যু ১০১৪ হি.
- *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, মুফতী হেমায়েতুদ্দীন
- *কিতাবুল ঈমান*, মুফতী মনসূরুল হক
- *তা‘লীমুদ্দীন*, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী, মৃত্যু ১৩৬২ হি.

- *আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ*, ইবনে আজীবা, মৃত্যু ১২২৪ হি.
- *আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়াইশ শাইতান*, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, মৃত্যু ৭২৮ হি.
- *আল-মউসূ‘আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা*, কুয়েত প্রকাশনা সংস্থা
- *ফাতাওয়া শামী*, ইবনে আবিদীন আশ-শামী, মৃত্যু ১২৫২ হি.
- *মুমিন ও মুনাফিক*, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী, মৃত্যু ১৩৬২ হি.
- *ফাতাওয়া হিন্দিয়া*, মাওলানা শাইখ নিযাম প্রমুখ
- *ফাতাওয়া হাক্কানিয়া*, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হক
- *কিফায়াতুল মুফতী*, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৭২ হি.
- *ফাতাওয়া মাহমূদিয়া*, ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গুহী, মৃত্যু ১৪১৭ হি.
- *নিযামুল ফাতাওয়া*, ফকীহুল আসর মুফতী নিযামুদ্দীন
- *আহসানুল ফাতাওয়া*, ফকীহুল আসর মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী, মৃত্যু ১৪২২ হি.
- *ফাতাওয়া উসমানী*, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
- *ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণবী*, আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আল-লাখনাবী, মৃত্যু ১৪০২ হি.
- *ফাতাওয়া রশীদিয়া*, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মৃত্যু ১৩২৩ হি.
- *বেহেশতী যেওর*, সাইয়িদ আহমাদ আলী ফাতাহপুরী
- *আখতা ফিল-আকীদা*, শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, মৃত্যু ১৪২০ হি.
- *আল-আকীদাতুস সহীহা ওয়ামা ইউযাদ্দুহা*, শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, মৃত্যু ১৪২০ হি.
- *বাদায়িউস সানায়ে‘*, মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন আল-কাসানী, মৃত্যু ৫৮৭ হি.
- *মা-লা-বুদ্দা মিনহু*, আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী, মৃত্যু ১২২৫ হি.
- *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী, মৃত্যু ৭৭৪ হি.